৭৮৬
৯২

মাসায়েলে কুরবানী

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬/৯২

মাসায়েলে কুরবানী

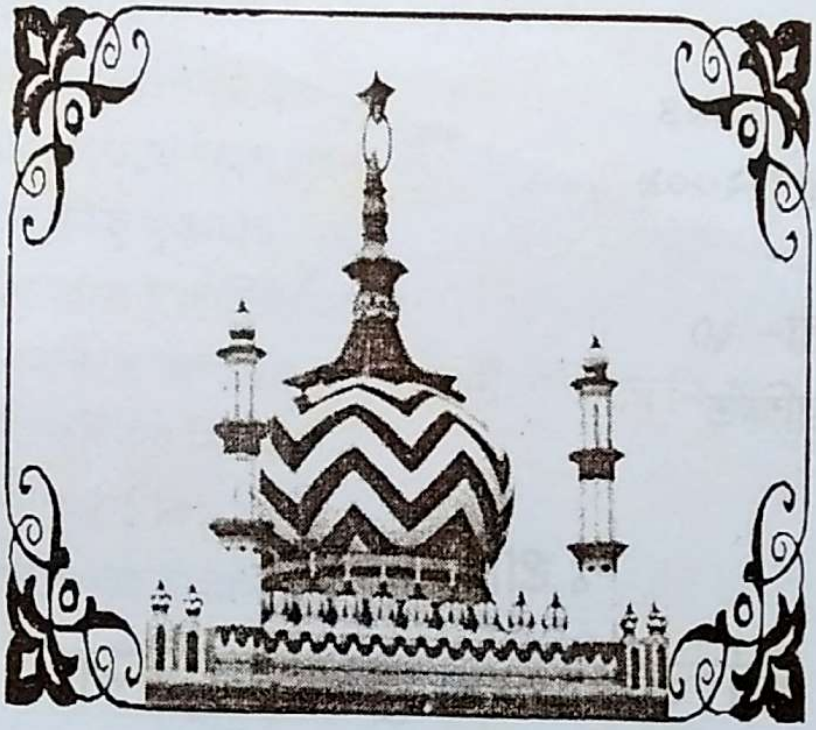

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

মোবাইল – ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশক ঃ-
মোহাম্মদ ওর্‌ফ ইমরান উদ্দীন রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড
ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ
মোবাইল- ০৯৩৩৮০৪৮১৯

প্রথম সংস্করণ-১৯৯৪
দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিনিময় মূল্য- ২০
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

ইম্প্রিয়াল বুক হাউস

৫৬ নং কলেক স্ট্রীট
কলিকাতা

লেখকের সমস্ত বই পুস্তক পাইবার জন্য সরাসরি লেখকের সহিত যোগাযোগ করিবেন। বই বিক্রেতাদের জন্য বিশেষ ছাড় রহিয়াছে।

বিঃ দ্রঃ- বিনা অনুমতিতে ছাপাইলে সমস্ত ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে।

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। কুরবানী প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস	১
২। কুরবানীর অর্থ ও শর্ত	২
৩। কুরবানীর সময়ের বিবরণ	৬
৪। কুরবানীর পশুর বিবরণ	১০
৫। কুরবানীর পশুর নিখুঁত হওয়া উচিত	১১
৬। কুরবানীর পশুতে অংশ গ্রহন	১৪
৭। কুরবানীর কিছু মুস্তাহাব	১৫
৮। কুরবানীর মাংস ইত্যাদির বিবরণ	১৬
৯। বিনা অনুমতিতে অপরের পশু কুরবানী করিবার নিয়ম	১৯
১০। কুরবানী করিবার নিয়ম	২১
১১। জবাহ সম্পর্কে কিছু মসলা	২২
১২। যাহাদের জবাহ হালাল নয়	২৪
১৩। পরিশেষে পরামর্শ স্বরুপ বলিতেছি	২৬
১৪। গায়রুল্লাহর নামে জবাহ	২৮
১৫। দালালদের ছদ্মবেশী চরিত্র নিম্নরুপ	৩১
১৬। প্রশ্নোত্তরে মসলার মিমাংসা	৩৩

আন্তরিক আবেদন

আমার সুন্নী ভাইগণ! নিশ্চয় আপনারা উপলব্ধি করিতেছেন যে, ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি বাতিল ও বেদয়াত জামায়াতগুলি সুন্নীদিগকে গোমরাহ করিবার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাইতেছে। আপনাদের আক্বীদাহ ও আমলগুলি যাহা কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে অবশ্য অবশ্যই সঠিক। সেইগুলিকে ইহারা শির্ক ও বেদয়াত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে। আপনারাও ইহাদের অপ ব্যাখ্যায় অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। এইজন্য আমি আপনাদের কাছে আন্তরিক আবেদন করিতেছি যে, আমার সমস্ত বই পুস্তক কেবল আপনাদের হাতে থাকিলে যথেষ্ট হইবে না, বরং ব্যাপক থেকে ব্যাপক করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ, আমার সমস্ত বই পুস্তক হানাফী মাযহাবের আলোকে লেখা। যদি বাতিল ফিরকাগুলির প্ররচনায় মাযহাব থেকে খানিকটা দুরে সরিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে আশাকরি আমার বই পুস্তক আবার আপনাকে মাযহাবের কাছাকাছি করিয়া দিবে। সূতরাং আপনি আপনার সঞ্চয়ের একাংশ নিছক আল্লাহর অয়াস্তে বাহির করিয়া কিছু বই পুস্তক ক্রয় করতঃ দুর দুরান্তে নয়, বরং নিজের এলাকায় বিনা পয়সায় মানুষের হাতে তুলিয়া দিন। যদি ইহা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাকাত, ফিৎরা, উশুর ও কুরবানীর পয়সায় ক্রয় করিয়া বিতরণ করিয়া দিন। ইহাতে যাকাত, ফিৎরা ইত্যাদি আদায় হইয়া যাইবে, বরং ইহাতে স্থায়ী কাজ হইবে। আর যদি ইহাও সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আপনার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের প্রেরণা দিয়া পয়সার বিনিময়ে পুস্তক পুস্তিকাগুলি প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন। যদি এতটুকু শ্রম আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তো আপনি কোন দিন এই বাতিল ফিরকাগুলির শিকার হইয়া নিজের মাযহাব - তথা ঈমান থেকে সরিয়া যাইতে পারেন।

— বই পুস্তকের জন্য সরাসরি আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন।

গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ

কুরবানী প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস

হজরতআবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — সামর্থ থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করিবেনা সে যেন আমার ঈদগাহের নিকটে না আসে। (ইবনো মাজা)

হজরত আয়েশা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আল্লাহর নিকটে আদম সন্তানের সব চাইতে প্রিয় আমল কুরবানীর দিনে কুরবানী করা। (তিরমিজী, ইবনো মাজা)

হজরত ইমাম হাসান রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যাক্তি সওয়াবের উদ্দেশ্যে আনন্দ সহকারে কুরবানী করিয়াছে, সে জাহান্নাম হইতে নিস্কৃতি পাইয়াছে। (তিরবানী)

হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর বলিয়াছেন — সব চাইতে উত্তম পয়সা, যাহা ঈদের দিন কুরবানীতে খরচ করা হয়। (তিরবানী)

হজরত উম্মে সালমা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যাক্তি জিল হাজের চাঁদ দেখিয়াছে এবং কুরবানী করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, সে ব্যাক্তি কুরবানী করিবার পূর্বে চুল ও নখ কাটিবে না। (তিরমিজী, নিসায়ী)

হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন — গরু ও উট সাত জনের পক্ষ হইতে কুরবানী করা জায়েজ। (তিরবানী)

হজরত ইবনো অব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কান কাটা ও শিং ভাঙ্গা পশুর কুরবানী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (ইবনো মাজা)

কুরবানীর অর্থ ও শর্ত

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পশু নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জবাহ করিবার নাম কুরবানী। কুরবানী হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামের সুন্নাত। এই সুন্নাতকে কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখিবার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মালদার উম্মাতের প্রতি অয়াজিব করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য সূরা কাওসারের মধ্যে আল্লাহ পাক হুজুরকে সরাসরি কুরবানী করিবার নির্দেশ করিয়াছেন। কুরবানী অয়াজিব হইবার জন্য কয়েকটি শর্ত রহিয়াছে। যথা ঃ — (১) মুসলমান হওয়া অর্থাৎ অমুসলিমের প্রতি কুরবানী অয়াজিব নয়।

(২) মুকীম হওয়া অর্থাৎ মুসাফিরের প্রতি কুরবানী অয়াজিব নয়।

(৩) মালদার হওয়া অর্থাৎ যাহার প্রতি সাদকায়ে ফিতির অয়াজিব। গরীবের প্রতি অয়াজিব নয়।

(৪) স্বাধীন হওয়া অর্থাৎ পরাধীনের প্রতি অয়াজিব নয়। পরাধীন বলিতে কৃতদাস। বর্তমানে পৃথিবীতে দাস প্রথা নাই। কুরবানীর জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। যদি কোন মহিলা মালদার হয়, তাহা হইলে কুরবানী করা অয়াজিব হইবে। নাবালেগ মালদার হইলেও উহার প্রতি কুরবানী অয়াজিব নয় (দুর্রে মুখতার)

মসলা — মুসাফির কুরবানী করিলে নফল হইয়া যাইবে। অনুরূপ গরীব কুরবানী করিলে নফল হইয়া যাইবে। (আলামগিরী)

মসলা — গরু, ছাগলের মালিক উহার কুরবানী করিবার নিয়াত করিলে কুরবানী অয়াজিব হইবে না। অনুরূপ পশু ক্রয় করিবার সময় কুরবানীর নিয়াত না থাকিলে ক্রয় করিবার পর নিয়াত করিলে কুরবানী করা অয়াজিব হইবে না। (আলামগিরী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মসলা — হজ করিতে গিয়া মুসাফির থাকিলে কুরবানী করা অয়াজিব হইবে না। কিন্তু কুরবানী করিলে সওয়াব পাইবে। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — কুরবানীর দিনগুলির মধ্যে যদি কোন মালদার অমুসলিম মুসলিম হইয়া যায় এবং কুরবানী করিবার সময় থাকে, তাহা হইলে উহার প্রতি কুরবানী করা অয়াজিব হইবে। অনুরূপ ঐ দিনগুলির মধ্যে কোন গরীব ধনী হইয়া গেলে এবং কুরবানী করিবার সময় বাকী থাকিলে কুরবানী করা অয়াজিব হইবে। (আলামগিরী)

মসলা — কুরবানীর দিনে কুরবানীর নিয়াতে মোরগ, মুরগী ইত্যাদি জবাহ করা নাজায়েজ। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — যে ব্যক্তি দুই শত দিরহাম অথবা কুড়ি দিনারের মালিক হইবে অথবা প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র ছাড়া এমন জিনিষের মালিক হইবে যাহার মূল্য দুই শত দিরহাম, এই প্রকার ব্যক্তির উপর কুরবানী করা অয়াজিব। প্রয়োজনীয় জিনিষ বলিতে ঘর বাড়ি, পরিধানের কাপড় , চড়িবার ঘোড়া, সাইকেল এবং সংসারের যাবতীয় আসবাবপত্র ইত্যাদি। (আলামগিরী)

মসলা — যাহার নিকট মাল রহিয়াছে কিন্তু ঋণও রহিয়াছে। যদি ঋণ পরিশোধ করা হয়, তাহা হইলে নেসাব কমিয়া যাইবে। এমতাবস্থায় কুরবানী অয়াজিব হইবে না। অনুরূপ যাহার নিকট বর্তমানে মাল নাই। বরং কুরবানীর দিন অতিক্রম হইবার পর মাল হাতে আসিবে, তাহা হইলে কুরবানী অয়াজিব হইবে না। (আলামগিরী)

মসলা — এক ব্যক্তির নিকটে দুই শত দিরহাম্ ছিল। বৎসর পূর্ণ হইবার কারনে পাচঁ দিরহাম জাকাত প্রদান করিয়াছে। এখন একশত পঁচানব্বই দিরহাম রহিয়াছে। এমতাবস্থায় কুরবানীর দিন আসিলে কুরবানী করা অয়াজিব হইয়া যাইবে। অবশ্য দুইশত দিরহামের মধ্যে পাঁচ দিরহাম নিজের প্রয়োজনে খরচ করিলে কুরবানী করিতে হইবে না। (অলামগিরী)

মসলা — মালদার (সাহেবে নিসাব) কুরবানীর জন্য পশু ক্রয় করিবার পর উহা হারাইয়া গিয়াছে এবং মাল নিসাব হইতে কম হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় কুরবানীর দিন আসিলে উহার প্রতি কুরবানী অয়াজিব হইবে না। কুরবানীর দিনে হারানো পশুটি পাইলেও কুরবানী অয়াজিব হইবে না। (আলামগিরী)

মসলা — স্ত্রী স্বামীর নিকট মোহরের টাকা পাইলেও স্ত্রীকে মালিকে নিসাব ধরা হইবে না। অবশ্য স্ত্রীর নিকট উহা ছাড়া নিসাব পরিমাণ মাল থাকিলে কুরবানী করা অয়াজিব হইবে। (আলামগিরী)

মসলা — যদি কোরআন শরীফের মুল্য দুই শত দিরহাম হয় এবং উহা দেখিয়া ভাল ভাবে তিলাওয়াত করিতে পারে, তাহা হইলে কুরবানী করা অয়াজিব হইবে না। চাই তিলাওয়াত করুক অথবা নাই করুক। আর যদি তিলাওয়াত করিতে না পারে, তাহা হইলে কুরবানী করা অয়াজিব। অনুরূপ প্রয়োজনীয় কিতাব থাকিলে কুরবানী অয়াজিব হইবে না। অন্যথায় কুরবানী করা অয়াজিব হইবে। (আলামগিরী)

মসলা — প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়া অন্য জিনিষগুলির মূল্য যদি দুই শত দিরহাম হয়, তাহা হইলে কুরবানী করা অয়াজিব হইবে। একটি ঘর শীতের জন্য এবং একটি ঘর গরমের জন্য রাখিলে প্রয়োজনের মধ্যে গণ্য হইবে। ইহা ছাড়া বেশি ঘর থাকিলে, সেই ঘরের মূল্য যদি দুই শত দিরহাম হয়, তাহা হইলে কুরবানী করা অয়াজিব হইবে। অনুরূপ বাড়ির মধ্যে পরিধান করিবার কাপড়, কাজ করিবার সময় পরিধান করিবার কাপড়, জুমা ও ঈদে যাইবার সময় পরিধান করিবার কাপড় প্রয়োজনের মধ্যে গন্য হইবে। ইহা ছাড়া বেশি কাপড় থাকিলে, যদি উহার মূল্য দুই শত দিরহাম হয়, তাহা হইলে কুরবানী অয়াজিব হইবে। (রুদ্দুল মুহতার)

মসলা — স্ত্রী অথবা বালেগ সন্তানের বিনা অনুমতিতে কুরবানী করিলে উহাদের অয়াজিব আদায় হইবে না। নাবালেগ সন্তানের পক্ষ হইতে কুরবানী করা উত্তম, যদিও উহার প্রতি কুরবানী অয়াজিব নয়। (আলামগিরী)

মাসায়েলে কুরবানী

মসলা — কুরবানী করিলেই অয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য ভাল নিয়াতে করিলে, আল্লাহর ফজলে আখিরাতে সওয়াব পাইবে। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — ১০ই জিল্‌হজ কুরবানী করা জরুরী নয়। ১২ তারিখ পর্যন্ত জায়েজ। প্রথম দিনে কুরবানী করিবার সামর্থ ছিলনা। কিন্তু শেষ দিনে যদি সামর্থ হয়, তাহাহইলে কুরবানী করা অয়াজিব হইবে। প্রথম দিনে কুরবানী করিবার সামর্থ ছিল কিন্তু কুরবানী করে নাই, শেষ দিনে যদি সামর্থ না থাকে, তাহা হইলে অয়াজিব হইবেনা। (আলামগিরী)

মসলা — অসামর্থ গরীব মানুষ যদি কুরবানী করিয়া থাকে এবং কুরবানীর দিনগুলির মধ্যে ধনী হইয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় কুরবানী করা অয়াজিব হইবে। অবশ্য কিছু উলামা প্রথম কুরবানী যথেষ্ট হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। (আলামগিরী)

মসলা — যদি কোন মানুষ সামার্থ সাকা সত্বেও কুরবানী না করে এবং কুরবানীর সময় শেষ হইয়া যাইবার পর গরীব হইয়া যায়, তাহা হইলে একটি ছাগলের মূল্য সাদকা করা অয়াজিব হইবে। যদি ধনী ব্যক্তি কুরবানী না করিয়া কুরবানীর দিনে ইন্তেকাল করে, তাহা হইলে কোন গোনাহ হইবে না। (আলামগিরী)

মসলা — কুরবানীর দিন গুলিতে কুরবানী করা অয়াজিব। বিনা কারনে কুরবানী না করিয়া উহার মূল্য সাদকা করিলে জায়েজ হইবে না। (আলামগিরী)

মসলা — কুরবানীর সমস্ত শর্তাবলী পাওয়া গেলে একটি বকরী জবাহ করা অয়াজিব অথবা উট, গরু ও মহিষের সাত অংশের একাংশ দেওয়া অয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — সাত অংশের একাংশে কম হইলে কুরবানী হইবে না। অংশীদারদের মধ্যে যদি কাহারো অংশ সাত অংশের একাংশের কম হয়, তাহা হইলে কাহারো কুরবানী হইবে না। যথা, একটি গরুর মূল্য সাত শত টাকা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাতজন অংশীদারের মধ্যে একজনের অংশ মাত্র পঞ্চাশ টাকা হইলে কাহারো কুরবানী জায়েজ হইবে না। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — সাতজন ব্যক্তি একটি গরু অথবা মহিষ অথবা উট কুরবানী করিতে পারে। অনুরূপ সাতের কম তিনজন চারজন পাঁচজন ছয়জন মিলিয়া করিতে পারে। প্রত্যেকের সমান অংশ হওয়া জরুরী নয়। অবশ্য কমপক্ষে একাংশ নেওয়া জরুরী। দেড়, আড়াই, সাড়েতিন ও সাড়েচার, এই প্রকারে অংশ নেওয়া জায়েজ নয়। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — সাত ব্যক্তি মিলিয়া পাঁচটি গরু কুরবানী করিলে জায়েজ হইবে। কিন্তু আট ব্যক্তি মিলিয়া সমান অংশে পাঁচটি অথবা ছয়টি গরু কুরবানী করিলে জায়েজ হইবে না। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — সাত ব্যক্তি মিলিতভাবে সাতটি ছাগল কুরবানী করিলে জায়েজ হইবে। অনুরূপ দুই ব্যক্তি মিলিয়া দুইটি ছাগল কুরবানী করিলে জায়েজ হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — একাধিক ব্যক্তি একটি পশু কুরবানী করিলে মাংস ওজন করতঃ বন্টন করিতে হইবে। আনুমানিক বন্টন জায়েজ নয়। এক পক্ষের মাংস বেশী হইলে অপর পক্ষ ক্ষমা করিলেও ক্ষমা হইবে না। (দুর্রে মুখতার)

কুরবানীর সময়ের বিবরণ

কুবানীর সময় তিনদিন। অর্থাৎ জিলহাজ মাসের দশ তারিখে সুবাহ সাদেকের পর হইতে বারই জিলহাজের সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ তিনদিন দুইরাত।(দুর্রে মুখতার)

মসলা — রাতে কুরবানী করা মাকরুহ। (আলামগিরী)

মাসায়েলে কুরবানী

মসলা — ১০ই জিলহাজ কুরবানী করা সব চাইতে উত্তম। ইহার পর ১১ই জিলহাজ, তারপর ১২ই জিলহাজ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিবার কারণে যদি ১০ তারিখে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে ১২ তারিখের পূর্বে কুরবানী করা উত্তম। যদি ১২ তারিখে কুরবানী করা হয় এবং ১২ তারিখকে ১৩ তারিখ বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহা হইলে সমস্ত মাংস সাদকা করিয়া দেওয়া উত্তম। (আলামগিরী)

মসলা — কুরবানীর দিনে কুরবানী করা উটের মূল্য সাদকা করা অপেক্ষা উত্তম। কারণ, কুরবানী করা অয়াজিব অথবা সুন্নাত এবং সাদকা করা কেবল নফল। (আলামগিরী)

মসলা — যাহার উপর কুরবানী অয়াজিব, তাহার কুরবানী করিতে হইবে। সাদকা করিলে অয়াজিব আদায় হইবে না। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — শহরবাসীদের জন্য ঈদের নামাজের পূর্বে কুরবানী করা জায়েজ নয়। শহরবাসীদের জন্য ঈদের খুতবার পর কুরবানী করা উত্তম। (আলামগিরী)

মসলা — গ্রামবাসীদের জন্য সুব্হা সাদেক হইতে কুরবানী করা জায়েজ। কিন্তু সূর্য্য উদয়ের পর হইতে কুরবানী করা উত্তম। (আলামগিরী)

জরুরী মসলা — যে সমস্ত গ্রামে জুমা ও ঈদের নামাজ হইয়া থাকে, সেখানে ঈদের নামাজের পর কুরবানী করা উচিত।

মসলা — ঈদের নামাজের পর এবং খুতবার পূর্বে কুরবানী করিলে কুরবানী হইয়া যাইবে। কিন্তু এই প্রকার করা মকরুহ। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — একই শহরে বিভিন্ন স্থানে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হইলে, কোন এক স্থানে নামাজ সমাপ্ত হইলে সর্বত্রে কুরবানী করা জায়েজ হইবে। সর্বত্রে নামাজ শেষ হওয়া শর্ত নয়। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মসলা — শহরবাসী নামাজের পূর্বে কুরবানী করিতে ইচ্ছা করিলে পশু গ্রামে পাঠাইয়া সেখান হইতে কুরবানী করিয়া আনিবে। (দুর্রে মুখতার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মসলা — গ্রামের মানুষ শহরে থাকিলে ঈদের নামাজের পূর্বে কুরবানী করা জায়েজ হইবে না। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — ১০ই জিলহাজ ঈদের নামাজ না হইলে জাওয়ালের পূর্বে কুরবানী করা জায়েজ হইবে না। অর্থাৎ ঈদের নামাজের সময় অতিক্রম হইবার পর কুরবানী করিতে হইবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে নামাজের পূর্বে কুরবানী জায়েজ। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — যেহেতু মিনা শরীফে ঈদের নামাজ হয় না, সেহেতু ফজরের পর হইতে সেখানে কুরবানী করা জায়েজ। কোন শহরে ফিতনার কারণে যদি ঈদের নামাজ না হয়, তাহা হইলে সেখানে ১০ই জিলহাজ ফজরের পর কুরবানী করা জায়েজ হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — ইমামের সালাম ফিরাইবার পূর্বে পশু জবাহ হইয়া গেলে কুরবানী জায়েজ হইবে না। ইমামের একদিকে সালাম করিবার পর জবাহ করিলে কুরবানী হইয়া যাইবে। ইমামের খুতবা শেষ হইবার পর জবাহ করা উত্তম। (আলামগিরি)

মসলা — ঈদের নামাজের পর কুরবানী করা হইয়াছে। কিন্তু জানা গিয়াছে যে, ইমাম বিনা অজুতে নামাজ পড়াইয়াছে। এমতাবস্তায় পুনরায় নামাজ আদায় করিতে হইবে। কিন্তু পুনরায় কুরবানী করা জরুরী নয়। (দূর্রে মুখতার)

মসলা — ৯ই জিলহাজ সম্পর্কে কিছু মানুষ ১০ই জিলহাজ বলিয়া সাক্ষ প্রদান করিয়াছে। এই সাক্ষির উপর নির্ভর করিয়া নামাজ ও কুরবানী করা হইয়া গিয়াছে। পরে সাক্ষ বাতিল প্রমান হইয়া ৯ই জিলহাজ প্রমানীত হইয়া গেলে নামাজ ও কুরবানী দুই জায়েজ হইয়া গিয়াছে। (দূর্রে মুখতার)

মসলা — যদি কোন ব্যক্তি কুরবানী না করে এবং কুরবানীর দিন অতিক্রম হইয়া যায়, পশু অথবা উহার মূল্য সাদকা না করিয়া থাকে এবং দ্বিতীয় বৎসর কুরবানীর দিন উপস্থিত হইয়া যায় এবং গত বৎসরের কুরবানীর কাজা

আদায় করিতে চায়, তাহা হইলে উহা জায়েজ হইবে না। বরং পশু অথবা উহার মূল্য সাদকা করিয়া দিতে হইবে। (আলামগিরি)

মসলা — যে পশুর কুরবানী করা অয়াজিব ছিল, কোন কারণ বশতঃ কুরবানীর দিন অতিক্রম হইয়া গেলে যদি উহা বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত টাকা সাদকা করিয়া দেওয়া অয়াজিব। (আলামগিরি)

মসলা — যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর জন্য মান্নত করতঃ কোন পশু নির্দিষ্ট করিয়া রাখে এবং কুরবানীর দিন অতিক্রম হইয়া যায়, তাহা হইলে ধনী হউক অথবা গরীব, উক্ত পশু জীবিত অবস্থায় সাদকা করিতে হইবে। যদি জবাহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত মাংস সাদকা করিতে হইবে। উহা হইতে কিছু ভক্ষন করা চলিবে না। যদি কিছু মাংস খাইয়া থাকে, তাহাহইলে যতটুকু খাইয়াছে, ততটুকুর মূল্য সাদকা করিতে হইবে। যদি জবাহ করা পশুর মূল্য জীবিত পশুর মূল্য হইতে কিছু কম হয়, তাহাহইলে যত পরিমান হইবে, তত পরিমান সাদকা করিয়া দিতে হইবে। (আলামগিরী, রদ্দুল মুহতার)

মসলা — গরীব মানুষ যদি কুরবানীর নিয়াতে পশু ক্রয় করিয়া থাকে এবং কুরবানীর দিন অতিক্রম হইয়া যায়, তাহ হইলে ঐ নির্দিষ্ট পশুটি জীবিত অবস্থায় সাদকা করিয়া দিতে হইবে। যদি জবাহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত মাংস সাদকা করিতে হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — ধনী ব্যক্তি কুরবানীর জন্য পশু ক্রয় করিলে, যদি কোন কারণে জবাহ করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সাদকা করিতে হইবে। যদি জবাহ করিয়া থাকে , তাহা হইলে সমস্ত সাদকা করিতে হইবে। যদি ধনী পশু ক্রয় করিয়া না থাকে, তাহা হইলে একটি ছাগলের মূল্য সাদকা করিতে হইবে। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — যদি কোন ব্যক্তি অসীয়ত করিয়া থাকে যে, আমার পক্ষ হইতে কুরবানী করিয়া দিবে। কিন্তু গরু অথবা ছাগল তাহা কিছু বলে নাই অথবা কত মূল্যের পশু দিতে হইবে তাহা কিছু উল্লেখ করে নাই। এমতাবস্তায় অসীয়ত

জায়েজ হইবে এবং একটি ছাগল কুরবানী করিয়া দিলে অসীয়ত পূর্ণ হইয়া যাইবে। (আলামগিরী)

মসলা — গরু অথবা ছাগল নির্দিষ্ট না করিয়া কেবল কুরবানী করিবার মান্নত করিলে, একটি ছাগল কুরবানী করিয়া দিলে মান্নত পূর্ণ হইয়া যাইবে। অনুরূপ ছাগল কুরবানী করিবার মান্নত করিয়া গরু অথবা উট কুরবানী করিলে মান্নত পূর্ণ হইয়া যাইবে। (আলামগিরী)

মসলা — কুরবানী মান্নতের হইলে সমস্ত মাংস চামড়া প্রভৃতি সাদকা করিতে হইবে। উহা হইতে কিছু খাইলে সেই পরিমান মূল্য সাদকা করিতে হইবে। (আলামগিরী)

কুরবানীর পশুর বিবরণ

মসলা — কুরবানীর পশু কয়েক প্রকার। যথা, উট, গরু ও ছাগল। মহিষ গরুর মধ্যে গণ্য। অনুরূপ ভেড়া ও দুম্বা ছাগলের মধ্যে গণ্য। এই সমস্ত পশুর নর ও মাদাহ সবই কুরবানী করা জায়েজ। (আলামগিরী)

মসলা — জঙ্গলী জানোয়ার যথা হরিণ, নিলগাই ইত্যাদির কুরবানী করা জায়েজ নয়। (আলামগিরী)

মসলা — জঙ্গলী পশু ও পালিত পশুর মিলনে বাচ্চা পয়দা হইলে মাতার অবস্থা গ্রহণ যোগ্য হইবে। যথা, হরিণ ও বকরীর মিলনে বাচ্চা পয়দা হইলে কুরবানী জায়েজ হইবে। কিন্তু বকরা ও হরিণীর মিলনে বাচ্চা পয়দা হইলে কুরবানী জায়েজ হইবে না। (আলামগিরী)

মসলা — উট পাঁচ বৎসর, গরু দুই বৎসর ও ছাগল এক বৎসরের কম হইলে কুরবানী করা জায়েজ হইবে না। দুম্বা অথবা ভেড়ার ছয় মাসের বাচ্চা

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি খুব বড় হয় এবং দুর হইতে দেখিলে এক বৎসরের মত মনে হয়, তাহা হইলে কুরবানী জায়েজ হইবে। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — ছাগলের মূল্য এবং মাংস যদি গরুর সাত অংশের একাংশের সমান হয়, তাহা হইলে ছাগল কুরবানী করা উত্তম হইবে। আর যদি গরুর সপ্তমাংশ ছাগলের থেকে বেশী মাংস হয়, তাহা হইলে গরু উত্তম হইবে। যখন দুয়ের মাংস ও মূল্য সমান হইবে, তখন যাহার মাংস ভাল হইবে, তাহার কুরবানী করা উত্তম হইবে। যদি মাংসের পরিমাণে কম বেশী হয়, তাহা হইলে যাহার মাংস বেশী হইবে, তাহার কুরবানী উত্তম হইবে। অনুরূপ মাংস ও মূল্য সমান হইলে দুম্বা অপেক্ষা দুম্বী, বকরী (ধাড়ী) অপেক্ষা খাসী, উট অপেক্ষা উটনী ও বলদ অপেক্ষা গাভী কুরবানী করা উত্তম হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

কুরবানীর পশু নিখুঁত হওয়া উচিত

মসলা — কুরবানীর পশু নিখুঁত হইতে হইবে। সামান্য খুঁত থাকিলে কুরবানী জায়েজ হইবে। কিন্তু মকরূহ হইবে। খুব বেশী খুঁত থাকিলে আদৌ কুরবানী হইবে না। জন্ম হইতে শিং না থাকিলে কুরবানী জায়েজ হইবে। শিং সামান্য ভাঙ্গিয়া গেলে জায়েজ হইবে কিন্তু শিং গোড়া হইতে ভাঙ্গিয়া গেলে জায়েজ হইবে না। যদি পশু পাগল হইয়া যায় এবং চরিয়া পানাহার করা ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে জায়েজ হইবে না। এই প্রকার পাগলামী না হইলে জায়েজ হইবে। (রদ্দুল মুহতার, আলামগিরী)

মসলা — যে পশুর অন্ডোকোষ ও লিঙ্গ কাটিয়া নেওয়া হইয়াছে সে পশুর কুরবানী জায়েজ হইবে। অনুরূপ যে পশু অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, বাচ্চা হইবে না, যে পশুর দাগ দেওয়া হইয়াছে, যে পশুর দুধ হওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এই সমস্ত পশুর কুরবানী জায়েজ। যে পশুর চুলকানী হইয়াছে কিন্তু

pdf By Syed Mostafa Sakib

খুব মোটা তাজা রহিয়াছে, তাহার কুরবানী জায়েজ। যে পশু অত্যন্ত ক্ষীন হইয়া গিয়াছে এবং হাড়ের মগজ পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে এই প্রকার পশুর কুরবানী জায়েজ নয়। (আলামগিরী, রদ্দুল মুহতার)

মসলা — অন্ধ পশুর কুরবানী জায়েজ নয়। অনুরূপ কানা পশুর কুরবানী জায়েজ নয়। যে ল্যাংড়া পশু হাঁটিয়া কুরবানীর স্থানে যাইতে না পারিবে, সে পশুর কুরবানী জায়েজ নয়। অনুরূপ খুব অসুস্থ পশুর কুরবানী জায়েজ নয়। যে পশুর কান অথবা লেজ এক তৃতীয়াংশের বেশী কাটিয়া গিয়াছে, সে পশুর কুরবানী জায়েজ নয়। কান অথবা লেজের তৃতীয়াংশ অথবা উহার কম কাটিয়া গেলে কুরবানী জায়েজ হইবে। যদি জন্ম হইতে কান না থাকে অথবা একটি কান না থাকে, তাহা হইলে কুরবানী জায়েজ হইবে না। কান ছোট হইলে জায়েজ হইবে। (হিদায়া, আলামগিরী)

মসলা — যে পশু এক তৃতীয়াংশের বেশী দৃষ্টিহীন হইয়া গিয়াছে, সে পশুর কুরবানী জায়েজ নয়। দুই চক্ষুর জ্যোতি কম হইলে পরীক্ষা করা সহজে সম্ভব। একটি চোখের জ্যোতি কম হইলে পরীক্ষা করিবার নিয়ম ঃ— পশুটির দুই এক দিন আহার বন্ধ করিয়া দিবে। তারপর খারাপ চক্ষুটি বন্ধ করিয়া দিবে এবং ভাল চক্ষুটি খুলিয়া রাখিবে। বহু দুরে খাদ্য রাখিয়া দিবে, যাহাতে পশু দেখিতে না পায়। তারপর খাদ্য পশুর দিকে নিকটবর্ত্তী করিবে। যেখান থেকে পশু খাদ্য দেখিতে পাইবে সেখানে চিহ্ন করিয়া রাখিবে। এইবার ভাল চক্ষুটি খুলিয়া দিবে এবং খারাপটি খুলিয়া দিবে। তারপর খাদ্য ধীরে ধীরে পশুর নিকটে আনিতে থাকিবে। যেখান থেকে দেখিতে পাইবে, সেখানে চিহ্ন করিয়া রাখিবে। এইবার দুইটির স্থান মাপিয়া দেখিবে। যদি এই স্থানটি প্রথম স্থানের এক তৃতীয়াংশ হয়, তাহা হইলে চক্ষুর জ্যোতি এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর যদি অর্ধেক হয়, তাহা হইলে অর্ধেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। (হিদায়া)

মসলা — যে পশুর দাঁত নাই অথবা যাহার থান কাটা অথবা শুকাইয়া গিয়াছে, সে পশুর কুরবানী জায়েজ নয়। ছাগলের একটি থান শুকাইয়া গেলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কুরবানী নাজায়েজ হইবে। গরু ও মহিষের দুইটি থান শুকাইয়া গেলে কুরবানী নাজায়েজ হইবে। নাক কাটা পশু অথবা ঔষধের দ্বারায় যে পশুর দুধ শুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা দুই লিঙ্গ বিশিষ্ট হিজড়া পশু অথবা যে পশু অত্যন্ত পেশাব ও পায়খানা খায়, সে পশুর কুরবানী জায়েজ নয়। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — ভেড়া অথবা দুম্বার পশম কাটিয়া লইলে কুরবানী জায়েজ হইবে। যে পশুর একটি পা কাটিয়া নেওয়া হইয়াছে তাহার কুরবানী জায়েজ নয়। (আলামগিরী)

মসলা — পশু ক্রয় করিবার সময় এমন কোন দোষ ছিল না, যাহাতে কুরবানী নাজায়েজ হইয়া যায়। কিন্তু পরে পশুর মধ্যে ঐ প্রকার দোষ পাওয়া গিয়াছে। এখন ক্রেতা যদি মালেকে নিসাব (ধনী ব্যক্তি) হয়, তাহা হইলে অন্য পশু কুরবানী করিবে। ক্রেতা মালেকে নিসাব না হইলে ঐ দোষ যুক্ত পশুটি কুরবানী করিবে। যদি কোন গরীব মানুষ কুরবানীর মান্নত করিয়া থাকে এবং নির্দোষ পশু ক্রয় করিয়া থাকে, পরে পশুর মধ্যে দোষ পাওয়া গেলে অন্য পশু কুরবানী করিতে হইবে। (হিদায়া, রদ্দুল মুহতার)

মসলা — গরীব মানুষ এমন দোষ যুক্ত পশু ক্রয় করিয়াছে, যাহার কুরবানী করা জায়েজ নয়। যদি কুরবানীর দিন পর্যন্ত এই প্রকার দোষ থাকিয়া যায়, তাহাহইলে গরীব উহার কুরবানী করিতে পারিবে। যদি কোন ধনী মানুষ দোষ যুক্ত পশু ক্রয় করিয়া থাকে এবং কুরবানীর দিন পর্যন্ত ঐ প্রকার দোষ থাকিয়া যায়, তাহাহইলে ধনীর জন্য উহার কুরবানী জায়েজ হইবেনা। দোষ যুক্ত পশু ক্রয় করিবার পর কুরবানী করিবার পূর্বে যদি পশু নির্দোষ হইয়া যায়, তাহা হইলে গরীব ও ধনী সবার জন্য উহার কুরবানী জায়েজ হইবে। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মসলা — যদি কোন নির্দোষ পশু কুরবানী করিবার সময় লাফালাফি করিবার কারণে দোষ যুক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার কুরবানী জায়েজ হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — কুরবানীর পশু মরিয়া গেলে, ধনী ব্যক্তির জন্য অন্য পশু কুরবানী করা অয়াজিব। কিন্তু গরীবের জন্য অয়াজিব নয়। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — ধনী ব্যক্তির কুরবানীর পশু হারাইয়া গিয়াছে অথবা চুরি হইয়া যাইবার পর পূনরায় পশু ক্রয় করিবার পর পশুটি পাইয়া গেলে দুইটির মধ্যে যে কোন একটি কুরবানী করিতে পারে। কিন্তু এই অবস্থা গরীবের হইলে দুইটির কুরবানী করা অয়াজিব হইবে। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — ধনী ব্যক্তির পশু হারাইবার পর পূনরায় পশু ক্রয় করিবার পর যদি প্রথমটি পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমটি কুরবানী করিলে, উহার মূল্য দ্বিতীয়টির অপেক্ষায় কম হইলেও কোন দোষ নাই। যদি দ্বিতীয়টি কুরবানী করিয়া থাকে এবং ইহার মূল্য প্রথমটির অপেক্ষা কম হইলে, যত টাকা কম হইবে তত টাকা সাদকা করিতে হইবে। অবশ্য দুইটি কুরবানী করিয়া দিলে কোনো টাকা সাদকা করিতে হইবে না। (রদ্দুল মুহতার)

কুরবানীর পশুতে অংশ গ্রহণ

মসলা — সাত ব্যক্তি মিলিতভাবে কুরবানীর জন্য গরু ক্রয় করিবার পর একজনের ইন্তেকাল হইয়া গেলে, উহার অরিসগণের অনুমতিতে কুরবানী করিলে সবার পক্ষ হইতে কুরবানী জায়েজ হইয়া যাইবে। অরিসগণের বিনা অনুমতিতে করিলে কাহার কুরবানী জায়েজ হইবে না। (হিদায়া)

মসলা — অংশীদারদের মধ্যে কেহ কাফের থাকিলে অথবা কাহারো উদ্দেশ্য কুরবানী না হইয়া কেবল মাংস খাওয়ার হইলে কাহারো কুরবানী হইবে না। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মসলা — অংশিদারদের মধ্যে একজনের নিয়াত বর্তমান সালের কুরবানী করা এবং অন্যদের উদ্দেশ্য গত সালের কুরবানী করা, এমতাবস্থায় যাহার উদ্দেশ্য বর্তমান সালের কুরবানী করা, তাহার কুরবানী সহী হইবে এবং অন্যদের নিয়াত বাতিল হইবার কারণে উহাদের কুরবানী নফল হইয়া যাইবে। যেহেতু গত বৎসরের কুরবানী বর্তমান সালে জায়েজ নয়, সেহেতু উহাদের মাংস সাদকা করিয়া দেওয়া জরুরী। এমনকি যাহার কুরবানী সঠিক হইয়াছে তাহারও মাংস সাদকা করিতে হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — তিন ব্যক্তি কুরবানীর পশু ক্রয় করিয়াছে। প্রথম ব্যক্তি তিনশত টাকায়, দ্বিতীয় ব্যক্তি দুইশত টাকায়, তৃতীয় ব্যক্তি একশত টাকায়, কোনো প্রকারে তিনটি পশু মিলিয়া গিয়াছে। কোন্‌টি কাহার তাহা জানা সম্ভব হইতেছেনা। এমতাবস্থায় তিনজন তিনটি পশু কুরবানী করিয়া দিলে, যিনি তিনশত টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া ছিল, তাহার দুইশত টাকা সাদকা করিয়া দিবে এবং যিনি দুইশত টাকায় ক্রয় করিয়াছিল, তাহার একশত টাকা সাদকা করিয়া দিবে। যিনি একশত টাকায় ক্রয় করিয়াছিল তাহার কিছু সাদকা করিতে হইবেনা। যদি তিন ব্যক্তি একে অপরকে কুরবানী করিবার অনুমতি দিয়া থাকে, তাহা হইলে সবার কুরবানী হইয়া যাইবে এবং কিছু সাদকা করিতে হইবেনা। (দুর্রে মুখতার)

কুরবানীর কিছু মুস্তাহাব

মসলা — কুরবানীর পশু খুব সুন্দর ও হিষ্টপুষ্ট হওয়া। জবাহ করিবার পূর্বে ছুরিতে ধার দিয়ে নেওয়া। জবাহ করিবার পর প্রাণ বাহির হইয়া গেলে হাত পা কাটিয়া এবং চামড়া ছাড়ানো। জবাহ করিবার পদ্ধতি জানিলে নিজের কুরবানী নিজে করা। ভালভাবে জবাহ করিতে না জানিলে জবাহ করিবার সময় উপস্থিত থাকা। (আলামগিরী, বাহারে শরীয়ত)

মসলা — কুরবানীর পশু মুসলমানের দ্বারায় জবাহ করাইতে হইবে। কোন অগ্নি পূজক অথবা কাফের ও মুশরিকদের দ্বারায় জবাহ হইলে কুরবানী হইবে না। বরং উক্ত পশু হারাম এবং মৃত জানিতে হইবে। কাফেরের সাহায্য লইয়া কুরবানী করিলে কুরবানী হইয়া যাইবে কিন্তু মাকরূহ হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

কুরবানীর মাংস ইত্যাদির বিবরণ

মসলা — কুরবানীর মাংস নিজে খাইতে পারে অথবা কোন গরীব অথবা কোন ধনীকেও প্রদান করিতেপারে। কুরবানী দাতার জন্য কুরবানীর মাংস খাওয়া মুস্তাহাব। কুরবানীর মাংস তিন অংশ করা মুস্তাহাব। একাংশ গরীবের জন্য, একাংশ আত্মীয় স্বজনের জন্য এবং একাংশ নিজের জন্য রাখিবে। একাংশের কম দান করা উচিত নয়। সমস্ত মাংস সাদকা করিয়া দেওয়া জায়েজ। অনুরূপ সমস্ত মাংস নিজের জন্য রাখিয়া দেওয়াও জায়েজ। তিন দিনের অধিক কুরবানীর মাংস রাখিয়া খাওয়া জায়েজ। যদি কুরবানী দাতা গরীব হয় এবং সংসারে অনেক মানুষ থাকে, তহা হইলে নিজের বাড়ীর জন্য সমস্ত মাংস রাখিয়া দেওয়া উত্তম। (আলামগিরী)

মসলা — ভারতীয় অমুসলিম হারবী কাফের। কুরবানীর মাংস হারবী কাফেরকে দেওয়া জায়েজ নয়। (বাহারে শরীয়ত, কানুনে শরীয়ত, আনওয়ারুল হাদীস)

pdf By Syed Mostafa Sakib

— বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ঃ —

কাফের তিন প্রকার — মুস্তামিন, জিম্মী ও হারবী।

যে কাফের মুসলিম বাদশার নিকট থেকে আশ্রয়ের অনুমতি লইয়া মুসলিম দেশে আসিয়াছে তাহাকে বলা হয় মুস্তামিন। যে কাফের মুসলমান বাদশাকে জিজিয়া করিবার শর্তে মুসলিম দেশে বাস করিয়া থাকে তাহাকে বলা হয় জিম্মী। যে কাফের নিজ ধর্ম পালনে স্বাধীন তাহাকে বলা হয় হারবী। প্রকাশ থাকে যে, হারবী কাফেরের হুকুম সম্পূর্ণ সতন্ত্র। এইবার এখানকার কাফেররা কোন্ পর্যায় পড়িতেছে তাহা লক্ষ্যনীয়। আরো প্রকাশ থাকে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যূগে মক্কা ও মদীনা শরীফে হারবী কাফের ছিল না। সূতরাং হাদীস পাকে যে কাফেরকে মাংস দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে সে কাফের ছিল জিম্মী। ইহা বুঝিবার মত বোধ ওহাবীদের মধ্যে নাই। তাই তাহারা এখানকার অমুসলিমকে কুরবানীর মাংস দেওয়া জায়েজ বলিয়া থাকে।

মসলা — যদি কুরবানী মান্নতের হয়, তাহা হইলে কুরবানী দাতা গরীব হইলেও নিজে খাইতে পারিবে না এবং কোনো ধনীকেও খাওয়াতে পারিবে না। বরং সমস্ত মাংস সাদকা করিয়া দেওয়া অয়াজিব। (যায়লাই, বাহারে শরীয়ত)

মসলা — মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে কুরবানী করিলে উহার মাংস নিজে খাইতে পারে। ধনী ও গরীব সবাইকে খাওয়াইতে পারে। তিনাংশ করিতে পারে। প্রয়োজনে সমস্ত মাংস নিজের জন্য রাখিতে পারে। অবশ্য মৃত ব্যক্তি যদি তাহার পক্ষ হইতে কুরবানী করিবার জন্য অসীয়ত করিয়া যায়,তাহা হইলে সমস্ত মাংস সাদকা করিতে হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — কুরবানীর চামড়া এবং উহার দড়ি ইত্যাদি সমস্ত জিনিষ সাদকা করিতে হইবে। কুরবানীর চামড়া বিক্রয় না করিয়া নিজের কাজে ব্যবহার করিতে পারে। যথা, নামাজের মুসাল্লা, মশক, থলী ইত্যাদি করা জায়েজ। (দুর্রে মুখতার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মসলা — কুরবানীর চামড়া দ্বারা নিজের কোন প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করিলে উহা ভাড়ায় দেওয়া জায়েজ নয়। যদি ভাড়ায় দিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পয়সা সাদকা করিতে হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — কুরবানীর চামড়ার পরিবর্তে কুরয়ান শরীফ ও কিতাব নেওয়া জায়েজ। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — কুরবানীর চামড়া অথবা উহার পয়সা এক ব্যক্তিকে অথবা একাধিক ব্যক্তিকে সাদকা করা জায়েজ। কুরবানীর চামড়া অথাবা পয়সা দ্বীনি মাদ্রাসায় দেওয়া জায়েজ। (বাহারে শরীয়ত, কানুনে শরীয়ত)

মসলা — ওহাবী, দেওবন্দীদের মাদ্রাসায় জাকাত, উশুর ও কুরবানী এবং ফিতরার পয়সা দান করা হারাম। অনুরূপ তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামীর তহবিলে দান করা হারাম। (ফাতওয়ায়ে উলামায়ে আহলে সুন্নাত)

মসলা — কুরবানীর মাংস ও চামড়ার পরিবর্তে কোন খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করা জায়েজ নয়। পরিবর্তন করিলে সাদকা করিতে হইবে। (দুর্রে মুখতার, হিদায়া)

মসলা — কুরবানীর চর্বি, পশম ইত্যাদির পরিবর্তে কোন খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে সাদকা করিতে হইবে। (আলামগিরী)

মসলা — কুরবানীর মাংস, চামড়া অথবা উহার অন্য কোন অংশ জবাহ করিবার পরিবর্তে পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া জায়েজ নয়। (হিদায়া)

মসলা — কোসাইকে অথবা যাহারা মাংস তৈয়ার করিয়া থাকে, তাহাদের পারিশ্রমিক হিসাবে মাংস দেওয়া জায়েজ নয়। পারিশ্রমিক হিসাবে পয়সা দেওয়া হইবে। অবশ্য অন্য মুসলমানদের ন্যায় উহাদের মাংস দেওয়া জায়েজ। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — চিহ্নস্বরূপ ভেড়ার লোম কাটিয়া লইলে, উহা ফেলিয়া দেওয়া জায়েজ নয়। বরং সাদকা করিয়া দিতে হইবে। (আলামগিরী)

মসলা — নিজের কোন কাজের জন্য জবাহ করিবার পূর্বে কুরবানীর পশুর পশম কাটিয়া নেওয়া, দুধ দহন করা, পশুর পিঠের উপর আরোহন করা, উহার পিঠের উপর করিয়া কোন জিনিষ বহন করা ও পশুকে ভাড়ায় দেওয়া ইত্যাদি মাকরূহ এবং নিষেধ। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মসলা — জবাহ করিবার পর পশুর পশম কাটিয়া নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েজ। অনুরূপ জবাহ করিবার পর দুধ দহন করতঃ নিজে পান করিতে পারে। (আলামগিরী)

মসলা — কুরবানী করিবার পূর্বে পশুর বাচ্ছা হইয়া গেলে বাচ্ছাকেও জবাহ করিয়া দিতে হইবে। যদি বাচ্ছাকে বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহার পয়সা সাদকা করিয়া দিতে হইবে। যদি জবাহ করা না হয় ও বিক্রয় করা না হয় এবং কুরবানীর দিনগুলি অতিক্রম হইয়া যায়, তাহা হইলে জীবিত অবস্থায় সাদকা করিয়া দিতে হইবে। যদি কিছুই করা না হয় এবং পরের বৎসর উহাকে কুরবানী করিয়া থাকে, তাহা হইলে কুরবানী জায়েজ হইবেনা। পুনরায় কুরবানী করিতে হইবে। উক্ত জবাহ করা সমস্ত মাংস সাদকা করিতে হইবে। (আলামগিরী)

মসলা — কুরবানী করিবার পর পেট থেকে যদি জীবিত বাচ্ছা বাহির হয়, তাহা হইলে উহাকে জবাহ করিয়া খাওয়া জায়েজ। যদি মরা বাচ্ছা বাহির হয়, তাহা হইলে উহা খাওয়া হারাম। (হিদায়া, বাহারে শরীয়ত)

বিনা অনুমতিতে অপরের পশু কুরবানী করা

মসলা — দুই ব্যক্তি ভুল করিয়া একে অপরের পশু নিজের ধারণা করিয়া যদি জবাহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে উভয়ের কুরবানী হইয়া যাইবে এবং নিজ নিজ পশু নিয়া নিবে। পশুর মাংস খাইবার পর নিজেদের ভূল বুঝিতে পারিলে একে অপরের নিকট ক্ষমা চাহিয়া নিবে। যদি একে অপরকে ক্ষমা করিতে

রাজী না হয়, তাহা হইলে একে অপরের নিকট হইতে নিজ নিজ পশুর মূল্য গ্রহণ করিবে এবং তাহা সাদকা করিয়া দিবে। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মসলা — ইচ্ছাকৃত বিনা অনুমতিতে অপরের কুরবানীর পশু নিজের নামে জবাহ করিলে যদি পশুর মালিক জবাহ কারীর নিকট হইতে জরিমানা গ্রহণ করিয়া রাজী হইয়া যায়, তাহা হইলে জবাহকারীর পক্ষ হইতে কুরবানী হইয়া যাইবে। অন্যথায় জবাহকারী নিজের নামে জবাহ করিলেও মালিকের পক্ষ হইতে কুরবানী হইয়া যাইবে। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — যদি কোন ব্যক্তি অপরের ছাগল জোর পূর্বক লইয়া কুরবানী করিয়া থাকে এবং ছাগলের মালিক উহার নিকট হইতে জরিমানা লইলে কুরবানী জায়েজ হইয়া যাইবে। কিন্তু গোনাহগার হইয়া যাইবে, তওবা করা জরুরী। যদি মালিক জরিমানা গ্রহণ করিয়া জবাহ করা ছাগল নিয়া থাকে, তাহা হইলে কুরবানী জায়েজ হইবে না। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — পোষানী ছাগলের কুরবানী জায়েজ হইবে না। কারণ, যে পোষানী লইয়াছে সে প্রকৃতপক্ষে উহার মালিক নয়। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — নিলামের পশুর কুরবানী জায়েজ নয়। কারণ, নিলামকারী পশুর প্রকৃত মালিক নয়। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — দুই ব্যক্তি একটি পশুর মালিক হইলে উক্ত পশুর কুরবানী কোন এক পক্ষের জন্য জায়েজ নয়। দুই ব্যক্তি দুইটি পশুর মালিক সমান সমান মালিক হইলে দুইজন দুইটি পশুর কুরবানী করিয়া দিলে উভয়ের কুরবানী জায়েজ হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট না করিয়া নিজের পক্ষ হইতে এবং নিজ নাবালক পাঁচ সন্তানের পক্ষ হইতে ছয়টি বকরী কুরবানী করিয়া থাকে, তাহা হইলে সবার পক্ষ হইতে কুরবানী জায়েজ হইয়া যাইবে। (আলামগিরী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মসলা — যদি কোন ব্যক্তি নিজের পক্ষ হইতে এবং নাবালক সন্তানগণের পক্ষ হইতে একটি গরু কুরবানী করিয়া থাকে তাহা হইলে সবার পক্ষ হইতে কুরবানী জায়েজ হইয়া যাইবে। বালেগ সন্তানের বিনা অনুমতিতে কুরবানী করিলে জায়েজ হইবে না। অনুরূপ যে সমস্ত বালেগ সন্তানের নামে কুরবানী করিয়াছে যদি ইহাদের মধ্যে দুই একজনের অনুমতি না থাকে, তাহা হইলে কাহার কুরবানী জায়েজ হইবেনা। (আলামগিরী)

মসলা — যদি কোন ব্যক্তি অবৈধ ক্রয়ের বকরী লইয়া কুরবানী করিয়া থাকে তাহা হইলে বিক্রেতা ইচ্ছা করিলে বকরীর মূল্য গ্রহণ করিতে পারে অথবা জবাহ কৃত বকরী লইতে পারে। যদি মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে জবাহ কারীর দায়িত্বে কিছুই থাকিবে না। যদি জবাহকৃত বকরী গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কুরবানী দাতার জন্য জবাহকৃত বকরীর মূল্য সাদকা করিতে হইবে। (আলামগিরী)

মসলা — দান সূত্রে পাওয়া ছাগল, গরুর কুরবানী করা জায়েজ। দানে পাওয়া ছাগলের কুরবানীর পর যদি দাতা জবাহ কৃয়া ছাগল ফেরত নিয়া থাকে, তাহা হইলে কুরবানী দাতার কুরবানী জায়েজ হইয়া যাইবে এবং উহার দায়িত্বে কিছু সাদকা করা অয়াজিব নয়। (আলামগিরী)

কুরবানী করিবার নিয়ম

কুরবানী করিবার পূর্বে পশুকে পানাহার করাইয়া দিবে। অস্ত্রকে ভাল করিয়া ধার দিয়া দিবে। পশুকে বাম কাইত করিয়া শোয়াইবে যাহাতে উহার মুখ কিবলার দিকে হইয়া থাকে। নিজের ডান পা পশুর সামনের ডান রানের উপর রাখিয়া ধারালো অস্ত্রদ্বারা শীঘ্র জবাহ করিয়া দিবে। জবাহ করিবার পূর্বে — 'ইন্নী অজজাহতু অজহিয়া লিল্লাজী ফাতারস সামা ওয়াতি অল আরদা হানিফঁউ

অমা আনা মিনাল মুশরিকীন ইন্না সলাতী অ নুসুকী অ মাহ ইয়া ইয়া অমা মাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন লা শারীকা লাহু অবি জালিকা উমিরতু অ আনা মিনাল মুসলেমীন আল্লাহুম্মা লাকা অমিন্‌কা বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার'। যদি কুরবানী নিজের পক্ষ হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে জবাহ করিবার পর বলিবে — ''আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী কামা তাকাব্বালতা মিন খলিলিকা ইব্রাহীমা আলাইহিস্ সালাম অ হাবীবিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম''। জবাহ এমনভাবে করিতে হইবে, যাহাতে চারটি শিরা কাটিয়া যায়,কম পক্ষে তিনটি শিরা কাটা জরুরী। খুব বেশী কাটিয়া গরদানের হাড় পর্যন্ত অস্ত্র পৌঁছাইয়া দেওয়া উচিত নয়, ইহাতে বিনা কারণে পশুকে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়। জবাহ করিবার পর যতক্ষন পর্যন্ত সম্পুর্ণ ঠান্ডা না হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত উহার পায়ের শিরা কাটা, চামড়া ছাড়ানো উচিতনয়। যদি কুরবানী অন্যের পক্ষ হইতে করা হয়, তাহা হইলে জবাহ করিবার পর বলিবে — 'আল্লা হুম্মা তাকাব্বাল মিন ফুলানিন কামা তাকাব্বালতা মিন খলিলিকা ইব্রাহিমা আলাই হিস্ সালাম অ হাবীবিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম'। ফুলানিন এর স্থলে যাহার নামে কুরবানী হইবে তাহার নাম উচ্চারণ করিতে হইবে। অনুরূপ যদি একাধিক ব্যক্তির নামে কুরবানী করা হয়, তাহা হইলে 'ফুলানিন' এর স্থলে সবার নাম উচ্চারণ করিতে হইবে।

জবাহ সম্পর্কে কিছু মসলা

মসলা — গলাতে কয়েকটি শিরা থাকে, ঐ শিরাগুলি কাটিয়া দেওয়াকে জবাহ বলে। যে পশুর উক্ত শিরাগুলি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে জাবীহা বলা হয়। ইসলাম যে পশুগুলির জবাহ করিবার নির্দেশ দিয়াছে, বিনা জবাহতে ঐ পশুগুলি খাওয়া হারাম। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শরীয়ত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মসলা — মানুষের আয়ত্বে যে সমস্ত পশু থাকে সেগুলি হালাল করিবার নিয়ম দুই প্রকার। যথা — জবাহ ও নহর। গলার শেষাংশে বল্লম, খঞ্জর ইত্যাদি মারিয়া শিরাগুলি কাটিয়া দেওয়াকে নহর বলা হয়। উটকে নহর করা এবং গরু, ছাগল ইত্যাদিকে জবাহ করা সুন্নাত। ইহার ব্যতিক্রম করা অর্থাৎ উটকে জবাহ এবং ছাগল গরুকে নহর করা মকরূহ ও সুন্নাতের বিপরীত। অবশ্য এই প্রকার ব্যতিক্রমে পশু হারাম হইবে না। (আলামগিরী, দুর্রে মুখতার)

মসলা — সিনার উপর হইতে সমস্ত গলা জবাহ করিবার স্থল। অবশ্য গলার মাঝখানে জবাহ করা উত্তম। (হিদায়া)

মসলা — হুলকুম, যাহা হইতে শ্বাস প্রশ্বাস যাতায়াত করিয়া থাকে। নলী, যাহা হইতে খাদ্য প্রবেশ করিয়া থাকে। হুলকুম ও নলীর আশে পাশে দুইটি শিরা থাকে, যাহা হইতে রক্ত চলাচল করিয়া থাকে। জবাহ এমন প্রকারে করিতে হইবে যাহাতে চারটি শিরা কাটিয়া যায়। যদি তিনটি কাটিয়া যায়, তাহা হইলেও হালালহইবে। অনুরূপ চারটির মধ্যে প্রত্যেকটির অধিকাংশ কাটিয়া গেলে হালাল হইবে। আর যদি প্রত্যেক শিরার অর্ধাংশ কাটিয়া যায় এবং অর্ধাংশ বাকী রহিয়া যায়, তাহা হইলে পশু হালাল হইবেনা। (আলামগিরী)

মসলা — আজকাল অধিকাংশ দেখা যাইতেছে যে, চামড়ার মূল্য বেশি হইবার কারণে ব্যবসিকগণ যথাস্থানে জবাহ না করিয়া গলার উপরে জবাহ করিতেছে। এই প্রকার অবস্থায় যদি তিনটি শিরা কাটিয়া না যায়, তাহা হইলে পশু হালাল হইবে না। (দুর্রেমুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মসলা — বাজারী ব্যবসিকদের জবাহ করা পশুর মাংস ভক্ষণের জন্য অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। (বাহারে শরীয়ত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাহাদের জবাহ হালাল নয়

মসলা — পাগল অথবা খুব শিশু, জবাহ সম্পর্কে যাহার আদৌ জ্ঞান নাই, কাফের, মুশরিক ও মুরতাদের জবাহ হালাল নয়। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — নাবালেগ বাচ্চা যদি জবাহ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে তাহা হইলে উহার জবাহ হালাল হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — আহলে কিতাবদিগের জবাহ হালাল। যদি কোন আহলে কিতাব জবাহ করিবার সময় হজরত ঈশা আলাইহিস্ সালামের নাম উচ্চারণ করিয়া জবাহ করে তাহা হইলে পশু হালাল হইবেনা। (বাহারে শরীয়ত) বর্তমানে পৃথিবীতে আহলে কিতাব নাই। সবাই মুশরিক হইয়া গিয়াছে, সেই হেতু উহাদের জবাহ খাওয়া হালাল নয়।

মসলা — ওহাবী দেওবন্দীদের জবাহ হালাল নয়। কারণ, ইহারা দ্বীন ইসলামের বহু জরুরী বিষয় অস্বীকার করিবার কারণে ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছে। ওহাবী দেওবন্দীদের কতিপয় ইসলাম বিরুদ্ধ ধারণা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ— হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবরে সশরীরে জীবিত নাই। কবরে সাধারণ মানুষের যে অবস্থা তাঁহারও সেই অবস্থা। হুজুরের রওজা পাক জিয়ারত করিতে যাওয়া হারাম ও ব্যাভিচারের পর্য্যায় গোনাহ। হুজুর শাফায়াত করিতে পারিবেন না। আমাদের প্রতি হুজুরের কোন অবদান নাই। হুজুর আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। হুজুরের অসীলা দিয়া দোওয়া চাওয়া জায়েজ নয়। আল্লাহর নবী অপেক্ষা আমাদের হাতের লাঠি বেশী সাহায্যকারী। কারণ লাঠি দ্বারা আমরা কুকুর মারিয়া থাকি। চারটি মাজহাবের মধ্যে যে কোন একটি মাজহাব অবলম্বন করা শির্ক। হুজুরের প্রতি দরুদ, সালাম ও মীলাদ শরীফ পাঠ করা বিদআত ও হারাম। যাহারা ওহাবীদের অনুসরণ করিবেনা তাহারা মুসলমান নয়। (সংগৃহীত আশ শিহাবুস সাকিব ২৪ পৃষ্ঠা হইতে ৬৭ পৃষ্ঠা) হুজুর আমাদের বড় ভাই এর ন্যায়। অতএব তাঁহার সম্মান বড় ভাই এর ন্যায় করিতে হইবে। (তাকবীয়াতুল ঈমান ৪৮ পৃষ্ঠা) শয়তান অপেক্ষা হুজুরের ইল্ম বেশি ছিল বলিলে মুশরিক হইয়া

যাইবে। (বারাহীনে কাতিয়া ৫৫ পৃষ্ঠা) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যতটুকু ইল্মে গায়েব ছিল ততটুকু ইল্মে গায়েব শিশু, উন্মাদ ও সমস্ত জীব জন্তুর রহিয়াছে। (হিজফুল ইমান ৮ পৃষ্ঠা) হুজুর দেওবন্দী মৌলবীদিগের নিকট হইতে উর্দু ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। (বারাহীনে কাতিয়া ৩০ পৃষ্ঠা) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পর যদি কোন নবী আসে, তাহা হইলে তাঁহার শেষত্বে ক্ষতি হইবে না। (তাহজীরুন্নাস ১৪ পৃষ্ঠা) এই গুলি ছাড়াও ইহারা আরো বহু কুফরী ধারণা পোষন করিয়া থাকে।

সাধারণ মাংস ব্যবসিকদের ওহাবী দেওবন্দী ধারণা করা আদৌ উচিত নয়। ইহারা ওহাবী দেওবন্দীদের ধারণা সম্পর্কে আদৌ জ্ঞাত নয়। অতএব, উহাদের নিকট মাংস ক্রয় করা জায়েজ। যদি কোন ব্যবসিক নিজেকে ওহাবী দেওবন্দী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে এবং ওহাবী দেওবন্দীদের ন্যায় কুফরী আক্বীদাহ (ধারণা) পোষন করিয়া থাকে অথবা কোন ওহাবী দেওবন্দী মৌলবীর দ্বারা জবাহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত মাংস অবশ্যই হারাম হইবে। লামাজহাবী গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের জবাহ করা পশুর মাংসও হালাল নয়। কারণ, ইহারা বংশানুক্রমে কুফরী আক্বীদার উপর চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু যে সমস্ত হানিফীগন ওহাবী দেওবন্দী লা মাজহাবীদের চক্রান্তে উহাদের দল ভূক্ত হইয়া যাইতেছে, ইহাদের ব্যাপারটি খানিকটা স্বতন্ত্র। কারণ, ইহারা ওহাবী দেওবন্দীদের কুফরী ধারণাগুলি সমর্থন করেনা। বরং ইহারা ওহাবী দেওবন্দীদের চক্রান্তে উহাদের কুফরী আক্বীদাহ (ধারণা) হইতে অবগত হইতে পারে না। যদি কোন নির্ভরশীল সুন্নী আলেমের নিকট হইতে ওহাবী দেওবন্দীদের কুফরী ধারণা গুলি অবগত হইবার পরও উহাদের অনুসরণ করিয়া চলে, তাহা হইলে উহাদের মাংস হালাল হইবেনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিশেষে পরামর্শ স্বরূপ বলিতেছে

বর্তমানে মুসলিম সমাজ শরীয়ত হইতে বহু দুরে সরিয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষ শরীয়তের কোনো বিষয় যাচাই করিতে আদৌ আগ্রহী নয়। বিশেষ করিয়া পশ্চিম বাংলার সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে কোনো জিনিষে পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। এই সমস্ত কারণে অত্যন্ত সুকৌশলে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

মসলা — কেবল 'আল্লাহ' বলিয়া জবাহ করিলে অথবা কেবল 'আররাহমান' অথবা 'আর্ রাহীম' বলিয়া জবাহ করিলে পশু হালাল হইবে। অনুরূপ 'আল্লাহু আকবার' অথবা 'আল্লাহু আ'জাম' অথবা 'আল্লাহুর রহমান' অথবা 'আল্লাহুর রাহীম' অথবা 'সুবহা নাল্লাহ' অথবা 'আলহামদুলিল্লাহ' অথবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করিয়া জবাহ করিলে পশু হালাল হইবে। (আলামগিরী)

মসলা — যদি জবাহকারী ইচ্ছাহকৃত আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে এবং সঙ্গীরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিলেও পশু হারাম হইবে। যদি জবাহ করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে বরং অন্য উদ্দেশ্যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিয়া জবাহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে পশু হালাল হইবে না। যথা হাঁছিবার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করতঃ জবাহ করিলে পশু হালাল হইবে না। অবশ্য যদি জবাহ করিবার উদ্দেশ্যে 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করিয়া থাকে তাহা হইলে পশু হালাল হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — জবাহ করিবার পর রক্ত বাহির হইয়াছে কিন্তু কোন প্রকার নড়ে নাই, তাহা হইলে উক্ত রক্ত যদি জীবিত পশুর রক্তের ন্যায় হয় তাহা হইলে হালাল হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — অসুস্থ পশু জবাহ করিবার পর যদি কেবল উহার মুখ খুলিয়া যায়, তাহা হইলে হারাম হইবে। যদি মুখ বন্ধ করিয়া নেয়, তাহা হইলে হালাল হইবে। যদি চোখ খুলিয়া দেয়, তাহা হইলে হারাম হইবে। যদি চোখ

বন্ধ করিয়া নেয়, তাহা হইলে হালাল হইবে। যদি পা লম্বা করিয়া দেয়, তাহা হইলে হারাম হইবে। যদি পা জড় করিয়া নেয়, তাহা হইলে হালাল হইবে। পশম খাড়া না হইলে হারাম এবং খাড়া হইলে হালাল হইবে। মোট কথা যখন পশুর জীবিত হওয়ায় সন্দেহ হইবে তখন এই প্রকার নিদর্শন দেখিয়া হালাল ও হারাম পার্থক্য করিতে হইবে। (আলামগিরী)

মসলা — জবাহ করিবার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা জরুরী নয়। বাঁশের চেটি অথবা ঐ প্রকার অন্য কোন ধারালো জিনিষ দ্বারা জবাহ করিলে জায়েজ হইবে। ধারালো পাথর দ্বারাও জবাহ করা জায়েজ। ধার বিহীন অস্ত্র দ্বারা জবাহ করা মকরূহ। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — জঙ্গলী জানোয়ার যদি পালিত হয় তাহা হইলে যথা নিয়মে উহাকে জবাহ করিতে হইবে। আর যদি পালিত পশু জঙ্গলী জানোয়ারের মত আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে যে কোন প্রকারে উহার দেহের যে কোন অংশ ক্ষত করিয়া দিলে জবাহ হইয়া যাইবে। অনুরূপ যদি কোন পশু কুঁয়াতে পড়িয়া যায় এবং যথা নিয়মে জবাহ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যেভাবে সম্ভব হইবে সেভাবে জবাহ করিলে জায়েজ হইবে। (হিদাইয়া)

মসলা — মুসলিম মহিলার জবাহ করা হালাল। অনুরূপ বোবা যদি মুসলমান হয়, তাহা হইলে উহার জবাহ হালাল হইবে। (আলামগিরী)

মসলা — খাৎনা বিহীন ব্যক্তির জবাহ হালাল। (আলামগিরী)

মসলা — জিন মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া জবাহ করিলে জায়েজ হইবে। অন্যথায় জায়েজ হইবে না। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — অগ্নীপূজক অগ্নীকুন্ডের জন্য, অনুরূপ কোন কাফির মুশরিক তাহাদের উপাস্যের জন্য যদি কোন মুসলমানের দ্বারায় জবাহ করায় এবং মুসলমান যদি আল্লাহর নামে জবাহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে পশু হালাল হইবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মুসলমানের জবাহ করিয়া দেওয়া মাকরুহ। (আলামগিরী)

মসলা — মুসলমানের জবাহ করিবার পর যদি কাফের মুশরেক উক্ত পশুর উপর অস্ত্র চালায় তাহা হইলে পশু হারাম হইবে না। কিন্তু কাফের মুশরেকের জবাহ করিবার পর যদি মুসলমান অস্ত্র চালায় তাহা হইলে পশু হারাম হইবে। (আলামগিরী)

মসলা — ইচ্ছাকৃত 'বিস্‌মিল্লাহ' পাঠ না করিয়া জবাহ করিলে পশু হারাম হইবে। ভুল বশতঃ 'বিস্‌মিল্লাহ' পাঠ করা না হইলে হালাল হইবে। (হিদাইয়া)

গায়রুল্লাহর নামে জবাহ

মসলা — আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চারণ না করিয়া কেবল কোন দেবতার নাম অথবা কোন নবী ও অলীর নাম উচ্চারণ করিয়া জবাহ করিলে পশু হারাম হইবে। (তাফসীরাতে আহমাদীয়া)

মসলা — আল্লাহ তায়ালার সহিত অন্যের নাম যুক্ত করিয়া জবাহ করিলে পশু হারাম হইবে। যথা — 'বিস্‌মিল্লাহি অ মুহাম্মাদির রাসুলিল্লাহ' বলিয়া জবাহ করিলে পশু হারাম হইবে। আর সংযুক্ত না করিয়া 'বিস্‌মিল্লাহি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বলিয়া জবাহ করিলে পশু হারাম হইবে না। কিন্তু এই প্রকার জবাহ করা মাকরুহ হইবে। (বাহারে শরীয়ত, তাফসীরাতে আহমাদীয়া)

মসলা — আল্লাহর নামের সহিত কোনো প্রকার যুক্ত না করিয়া পশু শোয়ানোর পূর্বে অথবা জবাহ করিবার পর কাহারো নাম উচ্চারণ করায় কোনো দোষ নাই। যেমন কুরবানী ও আক্বীকার সময়ে দাতার নাম উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। (হিদায়া, বাহারে শরীয়ত)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পশুর মালিক মুসলমান হউক অথবা মুশরিক। জবাহকারী যদি মুসলমান হয়, তাহা হইলে পশু হালাল হইবে এবং যদি জবাহকারী মুশরিক হয়, তাহা হইলে পশু হারাম হইবে। অনুরূপ পশু পীরের নামে রাখা হউক অথবা প্রতিমার নামে রাখা হউক। যদি জবাহ করিবার সময় আল্লাহর নামে জবাহ করা হয় তাহা হইলে হালাল হইবে এবং যদি পীর অথবা প্রতিমার নামে জবাহ করা হয়, তাহা হইলে হারাম হইবে। যে সমস্ত পশু কোনো পীরের নামে ইসালে সওয়াব করিবার উদ্দেশ্যে রাখা হইয়া থাকে, যদি জবাহ করিবার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করিয়া কোনো পীর অথবা কোনো প্রতিমার নাম উচ্চারণ করিয়া জবাহ করা হয়, তাহা হইলে উহা নিঃসন্দেহে হারাম হইবে। অনুরূপ যে সমস্ত পশু কোনো পীরের ইসালে সওয়াব অথবা প্রতিমার ভোগ হিসাবে রাখা হইয়া থাকে, যদি ঐ গুলি জবাহ করিবার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিয়া জবাহ করা হয়, তাহা হইলে উহা নিঃন্দেহে হালাল হইবে। গওস পাক হজরত আব্দুল ক্বাদের জিলানী ও খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আজমিরী আলাই হিমার রাহমাতের নামে অথবা অন্য কোনো অলীর নামে ইসালে সওয়াব করিবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পশু রাখা হইয়া থাকে এবং যথা সময়ে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিয়া জবাহ করা হইয়া থাকে, ঐগুলি নিসন্দেহে হালাল। (তা ফসীরাতে আহমাদীয়া)

ওহাবী দেওবন্দী মৌলবীগণ আউলিয়ায় কিরামগণের নামে ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে পশু রাখা এবং উহা যথা সময়ে আল্লাহর নামে জবাহ করতঃ ভক্ষণ করা হারাম বলিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর পূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভান্ডারা নামক গ্রামে জালসায় উপস্থিত হইয়া ছিলাম। উক্ত জালসায় মাওলানা নূর আলাম বর্ধমানীও ছিলেন। নূর আলাম সাহেব বক্তৃতার মাধ্যমে বলিলেন; যাহারা শিবডাঙ্গার মসজিদে প্রদান করা খাসী ও মোরগের মাংস দিয়া ভাত খায় তাহারা কুকুরের পায়খানা দিয়া ভাত খায়। জালসার পর আমি তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, যদি কোনো পশু আল্লাহর জন্য রাখা হয় এবং জবাহ করিবার সময়

দুর্গা বলিয়া জবাহ করা হয়, তাহা হইলে উহা ভক্ষণ করা হালাল হইবে কিনা? তিনি শয়ন অবস্থায় সহজে উত্তর দিলেন — হারাম হইবে। আমি পূনরায় প্রশ্ন করিলাম, যদি কোনো পশু দুর্গার নামে রাখা হয় এবং জবাহ করিবার সময়ে আল্লাহর নাম লইয়া জবাহ করা হয়, তাহা হইলে উহা হালাল হইবে কিনা? বেচারা বসিয়া নিজেকে খানিকটা সামলাইবার পর খুব আস্তে উত্তর দিলেন — হালাল হইবে। এবার আমি বলিলাম, শিবডাঙ্গায় যে সমস্ত খাসী, মোরগ জবাহ করা হয়, সেগুলি কোনো পীর সাহেবের নাম উচ্চারণ করতঃ জবাহ করা হয়, না আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতঃ জবাহ করা হয়? নিশ্চয় কোনো পীরের নাম উচ্চারণ করতঃ জবাহ করা হয় না। আপনি বলুন, ঐ হালাল পশুর হালাল মাংসকে কুকুরের পায়খানা বলিলেন কেন? আপনার সহিত আমার 'বিলকান্দী' নামক স্থানে অমুক দিন জালসা রহিয়াছে। যদি বলেন সেখানে কিতাব দেখাইয়া দিব। আপনার মসলাটি বলা অত্যন্ত ভুল হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন উহাই ঠিক। কারণ, আপনারা সব সময় কিতাব পড়াইতেছেন।

অল্প কিছুদিন হইতে নূর আলাম সাহেব পীর সাজিয়া মুরীদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি ফুরফুরার বড় হুজুর আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের মুরীদ। সম্ভবতঃ তিনি আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের নিকট হইতে কামালিয়াত হাসেল করিতে পারেন নাই। তাই তিনি প্রকাশ্য ওহাবী দেওবন্দী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা, মাওলানা আসাদ মাদানীর নিকট মুরীদ হইয়াছেন। নকলী মাদানী সাহেবের নিকট হইতে নূর আলাম সাহেব নাকী আজগবী ভাবে খিলাফৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঘোড়া ও গাধার মিলনে যে বাচ্চাটি জন্ম নেয় তাহাকে খচ্চর বলা হয়। ফুরফুরা পন্থীগণ চোখের কোণা দিয়াও দেওবন্দীদের দেখিতে পারেন না। অনুরূপ অবস্থা দেওবন্দীদের। ইহারা ফুরফরা পন্থীদের আদৌ সমর্থন করেন না। সমালোচনা ও পর্যালোচনা দ্বারা বোঝা যায় যে, ফুরফুরা পন্থী প্রকৃত পক্ষে ওহাবী দেওবন্দী। ওহাবী দেওবন্দীদের সহিত ইহাদের মৌলিক মসলাতে মূলতঃ মতভেদ নাই। কিন্তু ইহারা প্রত্যেকেই কিছু কিছু মসলাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে একে অপরকে কাফের মোশরেক প্রমাণ করিয়াছেন। নূর আলাম সাহেব এই দুই পন্থীর পরম নেতাদ্বয়ের নিকট হইতে

দীক্ষা গ্রহণ করতঃ বর্তমানে পীর সাজিয়া মুরীদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন বিবেচনার বিষয় যে, নূর আলাম সাহেব দেওবন্দী পীর, না ফুরফুরা পন্থী পীর? নিশ্চয় দেওবন্দীগণ তাঁহাকে ফুরফুরা পন্থী পীর বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। অনুরূপ ফুরফুরা পন্থীগণও তাঁহাকে দেওবন্দী পীর বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। অথচ দেখা যাইতেছে যে, উভয় পন্থীর মানুষ কম বেশি তাঁহার হাতে মুরীদ হইতেছেন। তাহা হইলে নূর আলাম সাহেব কি খচ্চর পীর হইয়াছেন? যাহার কারণে উভয় পন্থীর কোনো প্রকার আপত্তি নাই। নূর আলাম সাহেব খচ্চর পীর সাজিয়া ফুরফুরা পন্থীদিগকে গোমরাহ করুন অথবা জাহান্নামে লইয়া যান, তাহা দেখিবার প্রয়োজন আমার ছিল না। কিন্তু যেহেতু আমি একজন ফুরফুরা পন্থী ছিলাম, সেইহেতু উহাদের গোমরাহী সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবগত করিয়া দেওয়া আমার ইসলামী দায়িত্ব বলিয়া মনে করিতেছি। কারণ, ফুরফুরা পন্থী হাজার হাজার সাধারণ মানুষ প্রকৃতপক্ষে সুন্নী মুসলমান। ইহারা ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামীকে আদৌ সমর্থন করেন না। কিন্তু একদল দালাল ইহাদের ঈমানকে সুকৌশলে সর্বনাশ করতঃ ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী বানাইতেছে। সাধারণ মানুষ গভীর চিন্তা করিবার অবসর না পাইয়া এবং দালালদের পশ্চাতে পড়িয়া ওহাবী দেওবন্দীদের শিকার হইতেছেন।

দালালদের ছদ্মবেশী চরিত্র নিম্নরূপ

এই দালালদের মধ্যে কেহ বড় হুজুরের খলিফা, কেহ মেজ হুজুরের খলিফা। অনুরূপ কেহ নশান হুজরের খলিফা, কেহ ছোটো হুজুরের খলিফা। এইবার ইহাদের মধ্যে কেহ তাবলিগী জামায়াতের মারকাজ খুলিয়া দিয়াছেন, কেহ দেওবন্দী মাদ্রাসায় নিজের সন্তানদের পড়াইতেছেন, কেহ দেওবন্দীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একই জালসাতে ওয়াজ নসীহত করিতেছেন এবং উহাদের

মাদ্রাসার উন্নতি কল্পে বাৎসরিক জালসায় উপস্থিত হইয়া চাঁদা আদায় করিতেছেন। কেহ পীর সাজিয়া মুরীদ করিতেছেন। সাধারণ মানুষ উহাদের দেখিয়া সহজে উপলব্ধি করিতেছেন যে, ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগীদের সহিত মৌলিক বিষয়ে মূলতঃ কোন মতভেদ নাই। এই প্রকারে তাহারা দ্বীন ইসলাম হইতে সরিয়া বাতিল ফিরকার শিকার হইয়া যাইতেছেন। তবে আল্লাহ তায়ালা যাহাদের বাঁচাইতেছেন, তাহারা ভন্ডদের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া উলামায়ে আহলে সুন্নাতের সহিত সম্পর্ক কায়েম করিতেছেন। ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগীদের হাতে মুরীদ হওয়া হারাম। আসাদ মাদানীর নিকট সরাসরি মুরীদ হওয়া অথবা উহার কোনো খলীফার নিকট মুরীদ হারাম। অনুরূপ যে সিলসিলার উর্ধতন পীর সাইয়েদ আহমাদ রায়বেরেলবী রহিয়াছেন, সেই সিলসিলার কোনো পীর অথবা খলিফার নিকট মুরীদ হওয়া হারাম। যদি কেহ ভুল করিয়া মুরীদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতঃ তওবা করা অয়াজিব।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এই সেই বালাকোটের বলী সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী। প্রথমে সাইয়েদ সাহেবের টুপীর দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখুন! গোল, না লম্বা? নিশ্চয় গোল নয়, বরং লম্বা। আবার কোন্ লম্বা তাহাও দেখুন! যে লম্বা দেওবন্দীরা ব্যবহার করিয়া থাকে সে লম্বাও নয়, বরং সেই লম্বা যাহা আমাদের দেশের ওহাবী লা মাযহাবী — তথাকথিত আহলে হাদীস সালাফী মোহাম্মাদীরা ব্যবহার করিয়া থাকে। এইবার বলুন! যাহারা সাইয়েদ সিলসিলার ভক্ত হইয়া গোল টুপী ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং কাহার মাথায় গোল টুপী না থাকিলে মুখ মুচড়াইয়া থাকেন, তাহারা কি গোমরাহ নয়? যাইহোক, সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবীর বলী হইবার বৃত্তান্ত বিস্তারিত ভাবে জানিতে হইলে আমার লেখা — 'সেই মহানায়ক কে?' পুস্তকটি অবশ্যই পাঠ করিবেন।

প্রশ্নোত্তরে মসলার মিমাংসা

প্রশ্ন — নিকটের মাদ্রাসায় দান না করিয়া অন্য জেলার মাদ্রাসায় কুরবানীর পয়সা দান করা জায়েজ কিনা?

উত্তর — ইহা জায়েজ। (ফাতায়ায় আব্দুল হাই) যদি আহলে সুন্নাতের মাদ্রাসা হয় তাহা হইলে জায়েজ হইবে। মাদ্রাসা যদি ওহাবী দেওবন্দীদের হয় তাহা হইলে কোরয়ানী নির্দেশ অনুযায়ী কোনো প্রকার দান দেওয়া জায়েজ হইবে না।

প্রশ্ন — দানের পশু কুরবানী করা জায়েজ কিনা?

উত্তর — জায়েজ। (ফাতাওয়ায় আব্দুল হাই)

প্রশ্ন — নিজের পালিত পশুর কুরবানী জায়েজ কিনা?

উত্তর — জায়েজ। বরং যদি পালিত পশু মোটা তাজা হয়, তাহা হইলে উত্তম হইবে। (মসনাদে ইমাম আহমাদ)

প্রশ্ন — 'বেহেশ্‌তী জেওর' কিতাবে মৌলবী আশরা ফ আলী থানুবী সাহেব লিখিয়াছেন, পশুর কান এক তৃতীয়াংশ কাটিয়া গেলে, অথবা চোখের জ্যোতি এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হইয়া গেলে, উহার কুরবানী জায়েজ হইবে না। কিন্তু আল্লামা আমজাদ আলী আলাইহির রহমাহ 'বাহারে শরীয়ত' কিতাবে উহার কুরবানী জায়েজ বলিয়াছেন। কোন্ উক্তিটি সঠিক?

উত্তর — মৌলবী আশরাফ আলী থানুবী কাফের। সাধারণ মানুষের জন্য উহার কিতাব পড়া হারাম ও গোমরাহীর কারণ। 'বেহেশ্‌তী জেওর' এর মসলাটি ভুল। এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হইয়া গেলে উহার কুরবানী জায়েজ হইবে। উহার বেশি নষ্ট হইলে জায়েজ হইবে না। (খোলাসাতুল ফাতাওয়া, শামী, আলামগিরী)

প্রশ্ন — অনেক মুন্‌শী মানুষ বলিয়া থাকে যে, যাহাদের কুরবানী করিবার সামর্থ নাই, তাহারা কুরবানীর দিনে কমপক্ষে একটি মোরগ জবাহ করিলে কুরবানী হইয়া যাইবে। ইহাকি সঠিক?

উত্তর — যাহার উপর কুরবানী অয়াজিব নয়, তাহার জন্য কুরবানীর দিনেতে মোরগ ও মুরগী ইত্যাদি কুরবানীর নিয়াতে জবাহ করা মাকরুহ। কারণ, উহা অগ্নী পূজকদিগের প্রথা। (খোলাসাতুল ফাতাওয়া)

প্রশ্ন — কুরবানীর পয়সা সরাসরি মসজিদ ও মাদ্রাসার কাজে ব্যবহার করা যাইবে কিনা?

উত্তর — কুরবানীর পয়সা সমস্ত প্রকার ভালো কাজে ব্যবহার করা জায়েজ। কুরবানীর পয়সা সরাসরি মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মানের কাজে ব্যবহার করা জায়েজ। অবশ্য যাকাজ ও ফিৎরার পয়সা সরাসরি মসজিদ ও মাদ্রাসাতে দান করা জায়েজ হইবে না। (বাহারে শরীয়ত, ফাতাওয়ায় দামানে মোস্তফা)

প্রশ্ন — কোটি কোটি টাকার মালিক। এই প্রকার সাতজন মানুষ একটি গরু কুরবানী করিলে জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — জায়েজ হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্ন — যদি কোন ব্যক্তি কুরবানী করিবার মান্নত করে এবং গরু অথবা ছাগল নির্দিষ্ট না করে, তাহা হইলে কি কুরবানী করিবে? এবং ঐ কুরবানীর মাংস নিজে খাইতে পারিবে কিনা?

উত্তর — কমপক্ষে একটি ছাগল কুরবানী করিতে হইবে। মান্নতের কুরবানীর মাংস নিজের খাওয়া জায়েজ নয়। সমস্ত মাংস সাদকা করিতে হইবে। (আলামগিরী)

প্রশ্ন — যদি ছাগল কুরবানী করিবার মান্নত করে এবং গরু কুরবানী করিয়া দেয়, তাহা হইলে মান্নত আদায় হইবে কিনা? যদি মান্নতের মাংস খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে কি করিতে হইবে?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর — ছাগলের পরিবর্তে গরু কুরবানী করিলে জায়েজ হইবে। যতটুকু মাংস খাইয়াছে, তাহার মূল্য সাদকা করিতে হইবে। (আলামগিরী)

প্রশ্ন — কুরবানীর মাংস বিক্রয় করা জায়েজ কিনা? মসজিদের খতীব বহু মাংস পাইয়া থাকে, তাহার জন্য উহা বিক্রয় করা জায়েজ কিনা?

উত্তর — কুরবানীর মাংস বিক্রয় করা মূলতঃ জায়েজ নয়। চাই কুরবানীর দাতা হউক অথবা মসজিদের খতীব হউক। অবশ্য উক্ত মাংসের পরিবর্তে ব্যবহারিক বস্তু লইতে পারে। (খোলাসাতুল ফাতাওয়া)

প্রশ্ন — অনেক স্থানে দানের মাংস একত্রিত করতঃ মহল্লায় বিতরণ করা হইয়া থাকে। উক্ত মাংস কুরবানী দাতার জন্য নেওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — নিশ্চয় জায়েজ হইবে। কুরবানীর মাংস বিতরণ করা মুস্তাহাব। ইচ্ছা করিলে সমস্ত মাংস খাওয়া জায়েজ। (আলামগিরী)

প্রশ্ন — পোষানী গরু, ছাগলের কুরবানী না হইবার কারণ কি?

উত্তর — কুরবানীর জন্য শর্ত মালিক হওয়া। যেহেতু পালনকারী পশুর মালিক নয়, সেহেতু উহার কুরবানী জায়েজ হইবে না। (রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্ন — যে ব্যক্তির উপর কুরবানী অয়াজিব। যদি উহার নিকট হালাল পয়সা না থাকে, তাহা হইলে কি করিবে?

উত্তর — কাহার নিকট হইতে পয়সা ধার লইয়া কুরবানী করিবে এবং পরে ঋণ পরিশোধ করিবে। (কুতুবে ফিকাহ)

প্রশ্ন — কোন মৃত ব্যক্তির নামে অথবা আউলিয়া ও আম্বিয়াগণের নামে যে কুরবানী করা হইয়া থাকে। কুরবানী দাতার জন্য উক্ত মাংস খাওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর — নিশ্চয় জায়েজ। অবশ্য মৃত ব্যক্তি যদি কুরবানী করিবার অসিয়ত করিয়া যায়, তাহা হইলে উহার মাংস খাওয়া জায়েজ হইবে না। (আলামগিরী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন — নির্দোষ পশু ক্রয় করিবার পর কুরবানীর পূর্বে যদি দোষ যুক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার কুরবানী জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — ধনী ব্যক্তির জন্য জায়েজ নয়। গরীব মানুষের জন্য জায়েজ। অবশ্য গরীবের মান্নতের কুরবানী হইলে জায়েজ হইবেনা। (হিদাইয়া, রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্ন — অনেকে বলিয়া থাকে, কুরবানীর মাংস তিন দিনের বেশি খাওয়া জায়েজ নয়, ইহা কি ঠিক?

উত্তর — ইহা ঠিক নয়। তিন মাস ধরিয়া খাইতে পারে। অবশ্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই প্রকার বলিয়াছিলেন। পরে তিনি উহা বাতিল করিয়াছেন। (মোসনাদে ইমামে আ'জম)

প্রশ্ন — যাহারা কুরবানীর মাংস তৈরী করিতে সাহায্য করে, তাহাদের পারিশ্রমিক হিসাবে উক্ত মাংস প্রদান করা জায়েজ কিনা?

উত্তর — পারিশ্রমিক হিসাবে গোশ্ত, চামড়া ইত্যাদি কিছু দেওয়া জায়েজ হইবে না। (হিদাইয়া)

প্রশ্ন — যদি কুরবানীর মাংস চুরি হইয়া যায় এবং পরে চোরের নিকট হইতে উহার মূল্য আদায় করিলে উহা কি করিতে হইবে?

উত্তর — সাদকা করিয়া দেওয়া জরুরী। (আলামগিরী)

প্রশ্ন — যদি কুরবানীর দিনে পশু মরিয়া যায়, তাহা হইলে কি করিতে হইবে?

উত্তর — ধনী ব্যক্তির জন্য অন্য পশু কুরবানী করা অয়াজিব। যদি পশু সংগ্রহ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কমপক্ষে একটি ছাগলের মূল্য সাদকা করিতে হইবে। যদি গরীব মানুষের পশু মরিয়া যায়, তাহা হইলে অন্য পশু কুরবানী করা অয়াজিব নয়। (দুর্রে মুখতার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন — যদি পশু হারাইয়া যায় অথবা চুরি হইয়া যায় এবং অন্য পশু ক্রয় করিবার পর যদি উহা পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি করিতে হইবে?

উত্তর — ধনী হইলে দুইটির মধ্যে যে কোনো একটি কুরবানী করিলে হইবে। যদি প্রথমটি কুরবানী করিতে চায় এবং উহার মূল্য দ্বিতীয়টির থেকে কম হয়, তাহাতে কোন দোষ হইবে না। যদি দ্বিতীয়টি কুরবানী করিতে চায় এবং উহার মূল্য প্রথমটির অপেক্ষায় কম হয়, তাহা হইলে যত টাকা কম হইবে তত টাকা সাদকা করিতে হইবে। গরীবের প্রতি দুইটি পশুর কুরবানী করা অয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্ন — এক ব্যক্তির প্রতি কুরবানী অয়াজিব ছিল কিন্তু কোন কারণে করা হয় নাই। সে এই বৎসর উহার কাজা করিতে চাহিতেছে। ইহা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — গত বৎসরের কুরবানী এই বৎসর জায়েজ নয়। একটি ছাগলের মূল্য সাদকা করিতে হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্ন — একই পশুতে আক্বীকাহ ও কুরবানীর অংশ নেওয়া জায়েজ হইবে কী? উহার মাংস কি প্রকারে বন্টন করিতে হইবে?

উত্তর — উহা জায়েজ। কুরবানী ও আক্বীকার মাংস বন্টনের একই নিয়ম। (রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্ন — অংশীদারদের মধ্যে যদি কাহারো নিয়াত বিশুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে কি কাহারো কুরবানী হইবে না?

উত্তর — একজনের নিয়াত খারাপ থাকিলে কাহারো কুরবানী হইবে না। (রদ্দুল মুহতার) বর্তমানে বহু মানুষ বিভিন্ন নিয়াতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সেহেতু সম্ভব হইলে একাই কুরবানী করা উচিৎ।

প্রশ্ন — কুরবানীর জন্য পশু ক্রয় করিবার পর যদি বাচ্চা হইয়া যায়, তাহা হইলে কি করিতে হইবে?

উত্তর — বাচ্চা সহ জবাহ করিয়া দিবে। যদি বাচ্চা বিক্রয় করিয়া দেয়, তাহা হইলে উহার মূল্য সাদকা করিতে হইবে। যদি জবাহ ও বিক্রয় কিছুই

না করে এবং কুরবানীর দিনগুলি অতিক্রম হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ বাচ্চাটি জীবিত অবস্থায় সাদকা করিয়া দিতে হইবে। যদি কিছুই না করিয়া রাখিয়া দেয় এবং পরের বৎসর যদি উহা কুরবানী করিতে চায়, তাহা হইলে জায়েজ হইবে না। যদি উহা কুরবানী করিয়া দেয়, তাহা হইলে উহার মাংস সাদকা করিয়া দিতে হইবে এবং আরো একটি পশু কুরবানী করিতে হইবে। (আলামগিরী)

প্রশ্ন — জবাহ করিবার পর যদি পেট থেকে বাচ্চা বাহির হয়, তাহা হইলে কুরবানী জায়েজ হইবে কিনা এবং উহার মাংস খাওয়া চলিবে কিনা?

উত্তর — কুরবানী জায়েজ হইবে এবং উহার মাংসও খাওয়া জায়েজ হইবে। এমনকি পেটের বাচ্চাটি জীবিত অবস্থায় বাহির হইলে উহাকেও জবাহ করিয়া খাওয়া হালাল। অবশ্য মরা বাচ্চাটির মাংস খাওয়া হারাম। (বাহারে শরীয়ত)

প্রশ্ন — জবাহ করিবার পূর্বে পশুর চামড়া বিক্রয় করা জায়েজ কিনা? ইহাতে কুরবানীর কোন ক্ষতি হইবে কিনা?

উত্তর — কুরবানী হইয়া যাইবে। কিন্তু জবাহ করিবার পূর্বে চামড়া বিক্রয় করা নাজায়েজ। চাই কুরবানীর চামড়া হউক অথবা অন্য চামড়া হউক। যেমন পুকুরের মাছ পানিতে থাকা অবস্থায় এবং যে কোনো ফল খোশার মধ্যে থাকা অবস্থায় বিক্রয় নাজায়েজ। (হিদাইয়া)

প্রশ্ন — অনেক স্থানে মোল্লার পারিশ্রমিক হিসাবে কল্লা দিয়া থাকে। ইহা কি জায়েজ?

উত্তর — ইহা নাজায়েজ। পারিশ্রমিক হিসাবে মাথা ও মাংস কিছুই দেওয়া যাইবে না। পয়সা দিতে হইবে। অবশ্য কুরবানী ও আক্বীক্বাহ ছাড়া অন্য 'জবাহ' এর ক্ষেত্রে ঐগুলি দেওয়া ও নেওয়া জায়েজ। (বাহারে শরীয়ত)

প্রশ্ন — অনেকেই দিল্ কলিজা ইত্যাদি নিজের ভাগে রাখিয়া দেয় এবং উহার পরিবর্তে নিজের ভাগের মাংস দিয়া দেয়। ইহা কি জায়েজ? অনুরূপ অনেকেই মাংস সম্পূর্ণ তৈরী হইবার পূর্বে ২/৪ কিলো নিয়া নেয় এবং পরে উহা নিজের ভাগ হইতে দিয়া দেয়। ইহা কি জায়েজ?

উত্তর — জায়েজ। ইহাতে কুরবানীর কোনো ক্ষতি হইবে না। কারণ, কুরবানী দাতার জন্য সমস্ত মাংস খাওয়া জায়েজ। (খোলাসাতুল ফাতাওয়া, হিদাইয়া)

প্রশ্ন — অনেক স্থানে কুরবানীর সমস্ত পশু একত্রিত করতঃ এক পশুর সামনে অন্য পশুকে জবাহ করা হয়। ইহাতে কোনো ক্ষতি হইবে কিনা?

উত্তর — পশুর সামনে ছুরিতে ধার দেওয়া মকরুহ। কারণ, ইহাতে পশুর কষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, পশুর সম্মুখে অন্য পশু জবাহ করিলে কুরবানী হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহা মকরুহ হইবে। (দুর্রে মুখতার)

প্রশ্ন — কুরবানীর পশুর ভঁড়ি খাওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর — ভূঁড়ি খাওয়া মকরুহ তাহরিমী। চাই কুরবানীর পশুর হউক অথবা অন্য পশুর হউক। (বাহারে শরীয়ত, আনওয়ারুল হাদীস)

প্রশ্ন — স্ত্রীলোক যদি কুরবানীর পশু জবাহ করে, তাহা হইলে উহা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — স্ত্রীলোক যদি মুসলমান হয় এবং কাফেরা, মোশরেকা ও ওহাবীয়া না হয়, তাহা হইলে জায়েজ হইবে। (আলামগিরী)

প্রশ্ন — যদি কুরবানীর পশুর মস্তক কাটিয়া আলাদা হইয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে?

উত্তর — কুরবানী হইয়া যাইবে। কিন্তু এই প্রকার মস্তক আলাদা করিয়া ফেলা মাকরুহ। (হিদায়া)

প্রশ্ন — সাহেবে নিসাব ব্যক্তির প্রতি কি প্রতি বৎসর কুরবানী করা জরুরী?

উত্তর — হ্যাঁ, প্রতি বৎসর কুরবানী করা অয়াজিব। অন্যের নামে কুরবানী করিতে চাহিলে নিজের নামে কমপক্ষে একাংশ কুরবানী করিতে হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসায়েলে কুরবানী

প্রশ্ন — কুরবানী দাতার নখ, চুল কাটা জায়েজ আছে কিনা?

উত্তর — চাঁদ উঠিবার পর হইতে কুরবানী করা পর্যন্ত কেবল কুরবানী দাতার জন্য নখ, চুল না কাটাই মুস্তাহাব। (হিদাইয়া)

প্রশ্ন — কুরবানীর পশু শোয়াইবার পর 'বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার' পাঠ করিয়াছে। কিন্তু কোন কারণে জবাহ না করিয়া ঐ স্থলে অন্য পশু জবাহ করিলে পশু হালাল হইবে কিনা?

উত্তর — হালাল হইবে না। অবশ্য অন্য পশুর জন্য নতুন ভাবে 'বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার' পাঠ করিলে হালাল হইবে। (হিদাইয়া)

প্রশ্ন — যদি কোন ব্যক্তি নিজস্ব পশুর কুরবানীর নিয়াত করিয়া থাকে অথবা পশু ক্রয় করিবার সময় কুরবানীর নিয়াত ছিল না। পরে নিয়াত করিয়াছে। এমতাবস্থায় উহার উপর কুরবানী অয়াজিব হইবে কিনা?

উত্তর — এই প্রকার নিয়াতে কুরবানী অয়াজিব হইবে না। (আলামগিরী)

প্রশ্ন — একই পরিবারে একাধিক মানুষের নিকট যদি নেসাব পরিমান মাল থাকে, তাহা হইলে কি সবার পক্ষ হইতে কুরবানী করিতে হইবে?

উত্তর — যাহাদের নিকট নিসাব পরিমান মাল থাকিবে, তাহাদের প্রত্যেকের কুরবানী করা অয়াজিব। স্বামী কুরবানী করিলে স্ত্রীর অয়াজিব আদায় হইবে না। অনুরূপ পিতা কুরবানী করিলে পুত্রের অয়াজিব আদায় হইবে না। অবশ্য মালিকে নিসাব ব্যক্তি স্ত্রী ও বালেগ পুত্রের অনুমতি নিয়া কুরবানী করিলে উহাদের অয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। (আলামগিরী)

প্রশ্ন — আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিবার কারণে যদি ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা সম্ভব না হয় এবং চাঁদ ২৯ তারিখের বলিয়া যদি সন্দেহ হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে কুরবানী করিতে হইবে?

উত্তর — এমতাবস্থায় ১২ই জিল্‌হাজের পূর্বে কুরবানী করিয়া ফেলিতে হইবে। যদি ১২ তারিখে কুরবানী করা হয়, তাহা হইলে সমস্ত মাংস সাদকা করিয়া দিতে হইবে। (আলামগিরী)

মাসায়েলে কুরবানী

প্রশ্ন — যদি ছাগলের বয়স এক বৎসর হইতে ২/৫ দিন কম থাকে, তাহা হইলে উহার কুরবানী জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — ছাগল যতই মোটা তাজা হউক না কেন, বৎসর পূর্ণ হইতে এক দিন কম থাকিলে কুরবানী জায়েজ হইবে না। (দুর্রে মুখতার)

প্রশ্ন — ছাগলের বাচ্চা যদি কুকুরের দুধ পান করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহার কুরবানী জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — কুরবানী জায়েজ হইবে। যদি দীর্ঘ দিন কুকুরের দুধ পান করিয়া থাকে, তাহা হইলে কিছু দিন বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

প্রশ্ন — পাঁঠা কুরবানী করা জায়েজ কিনা?

উত্তর — পাঁঠাকে বহুদিন বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে উহার দেহের গন্ধ দুরিভূত হইয়া যায় এবং উহার মাংসে কোনো প্রকার গন্ধ না থাকে, তাহা হইলে উহার কুরবানী জায়েজ হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

প্রশ্ন — যে ছাগলটির মূল্য এক হাজার টাকা। যদি ঐ ছাগলটি প্রতিদ্বন্দীতা করতঃ কুড়ি হাজার টাকায় ক্রয় করিয়া কুরবানী করা হয়, তাহা হইলে সওয়াব পাইবে কিনা?

উত্তর — সওয়াব বেশি পাইবে না। বরং আল্লাহর অয়াস্তে না হইয়া যদি সুনাম অর্জনের জন্য হয়, তাহা হইলে মূলতঃ কুরবানী হইবে না।

প্রশ্ন — যদি আট জন অথবা নয়জন মানুষ সাতটি গরু সমান অংশে কুরবানী করে, তাহা হইলে জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — এই প্রকার কুরবানী জায়েজ হইবে না। কারণ, গরু সাত অংশের বেশি হয় না। যখন ৮ অথবা ৯ ব্যক্তি ৭টি গরু কুরবানী করিবে, তখন প্রতিটি গরু আট অথবা নয় অংশ হইয়া যাইবে। যাহা নাজায়েজ। (রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্ন — যদি গ্রামের মানুষ ঈদের নামাজের আগে কুরবানী করিয়া ফেলে তাহা হইলে কুরবানী জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — জায়েজ হইবে। অবশ্য শহরের মানুষ ঈদের নামাজের পূর্বে কুরবানী করিলে জায়েজ হইবে না। (আলামগিরী)

প্রশ্ন — যদি কোন কারণে ১০ই জিলহাজ ঈদের নামাজ না হয়, তাহা হইলে কুরবানী কখন করিবে?

উত্তর — দশ তারিখে কুরবানী করিতে ইচ্ছা করিলে জাওয়ালের আগে জায়েজ হইবে না। ১১ ও ১২ তারিখে কুরবানী করিলে ঈদের নামাজের আগে জায়েজ হইবে। (দুর্রে মুখতার)

প্রশ্ন — কুরবানীর পশু জবাহ করিবার পর হাত উঠাইয়া দোয়া করা জায়েজ কিনা?

উত্তর — জায়েজ।

প্রশ্ন — একটি ছাগলের মূল্য এক হাজার টাকা এবং একটি গরুর মূল্য এক হাজার টাকা। এমতাবস্থায় কোনটির কুরবানী উত্তম হইবে?

উত্তর — গরু কুরবানী করা উত্তম হইবে। কারণ, ছাগল অপেক্ষা গরুর মাংস বেশি পাওয়া যাইবে এবং সাত জনের নামে কুরবানী করা যাইবে। (রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্ন — উঁট, গরু ও মহিষের মূল্য ও মাংস যদি সমান সমান হয়, তাহা হইলে কোনটির কুরবানী উত্তম হইবে?

উত্তর — যেহেতু উটের চামড়া বিক্রয় হয় না, সেহেতু উহা অপেক্ষা গরু অথবা মহিষের মধ্যে যাহার মাংস পছন্দনীয় হইবে এবং চামড়ার মূল্য বেশি পাওয়া যাইবে, তাহার কুরবানী উত্তম হইবে।

প্রশ্ন — যে পশুর জন্ম থেকে শিং নাই অথবা কান নাই অথবা একটি কান নাই। উহার কুরবানী জায়েজ কিনা?

উত্তর — জন্ম হইতে শিং না থাকিলে কুরবানী জায়েজ হইবে। কিন্তু জন্ম হইতে কান না থাকিলে অথবা একটি কান না থাকিলে কুরবানী জায়েজ হইবে না। অবশ্য কান ছোট থাকিলে জায়েজ হইবে। (আলামগিরী)

মাসায়েলে কুরবানী

প্রশ্ন — পশুর দাঁত না থাকিলে কুরবানী জায়েজ হইবে কিনা? অনুরূপ যদি উহার থান কাটিয়া অথবা শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে?

উত্তর — উহার কুরবানী নাজায়েজ। ছাগলের একটি থান শুকাইয়া যাওয়া নাজায়েজ হইবার জন্য যথেষ্ট। গরু ও মহিষের একটি থান শুকাইয়া গেলে কুরবানী জায়েজ হইবে। (দুর্রে মুখতার)

প্রশ্ন — হিজড়া পশুর কুরবানী জায়েজ কিনা?

উত্তর — নাজায়েজ। (দুর্রে মুখতার)

প্রশ্ন — যদি গরীব মানুষ কুরবানী করে এবং সমস্ত মাংস নিজের জন্য রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে কুরবানী জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — জায়েজ হইবে। বরং গরীবের জন্য সমস্ত মাংস রাখিয়া দেওয়া উত্তম। (আলামগিরী)

প্রশ্ন — কুরবানীর মাংস অমুসলিমকে দান করিলে কুরবানীর কোন ক্ষতি হইবে কিনা?

উত্তর — কুরবানী হইয়া যাইবে। কিন্তু অমুসলিমকে দেওয়া জায়েজ হইবে না। কারণ, এখানকার অমুসলিমরা হারবী কাফের। (শামী, বাহারে শরীয়ত)

প্রশ্ন — যদি দুই ব্যক্তি অস্ত্র ধরিয়া জবাহ করে, তাহা হইলে কি দুই জনের প্রতি 'বিস্‌মিল্লাহ' পাঠ করা অয়াজিব হইবে?

উত্তর — দুই জনের প্রতি 'বিস্‌মিল্লাহ' পাঠ করা অয়াজিব হইবে। যদি একজন 'বিস্‌মিল্লাহ' ত্যাগ করে, তাহা হইলে কুরবানী তো দুরের কথা পশু হালাল হইবে না। (দুর্রে মুখতার)

প্রশ্ন — অনেকেই জবাহ করা দেখিতে পারে না। এমতাবস্থায় যদি জবাহ করিবার সময় উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে কুরবানীর কোন ক্ষতি হইবে কিনা?

উত্তর — কোন ক্ষতি হইবেনা। কিন্তু সম্ভব হইলে নিজ হস্তে জবাহ করা উত্তম। কমপক্ষে জবাহ করিবার সময় উপস্থিত থাকা উচিৎ। (হিদাইয়া)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসায়েলে কুরবানী

প্রশ্ন — কোন দোয়া পাঠ না করিলে কেবল 'বিসমিল্লাহে' আল্লাহু আকবার' পাঠ করিয়া জবাহ্ করিলে কুরবানী হইবে কিনা?

উত্তর — কুরবানীর কোন ক্ষতি হইবে না। অবশ্য যাহার নামে কুরবানী হইবে, তাহার নাম জবাহ্ করিবার পর এই প্রকারে বলিবে— হে আল্লাহ, আমার অথবা অমুকের কুরবানী কবুল করিয়া নাও, যেমন তোমার দোস্ত হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম ও তোমার হাবীব হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের কুরবানী কবুল করিয়াছো।

প্রশ্ন — আক্বীক্বার চামড়ার হুকুম কি?

উত্তর — কুরবানী ও আক্বীক্বার চামড়ার একই হুকুম। নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েজ। কিন্তু বিক্রয় করিলে মসজিদ, মাদ্রাসায় অথবা অন্য কোন ভালো কাজে দান করিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার সুন্নী ভাইগণ! খুব সাবধান হইয়া যান। অন্যথায় আপনারা যে কোন মূহুর্তে ওহাবী সম্প্রদায়ের শিকার হইয়া যাইবেন। বর্তমানে সৌদী আরবের গোমরাহ ওহাবী সরকার বিশ্ব সুন্নী মুসালমানদিগকে, বিশেষ করিয়া ভারতীয় সুন্নী মুসলিমদিগকে মুশরিক বলিয়া থাকে, ইহারা নিজেদের বানাউটি তাওহীদ প্রচারে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই খাতে খরচ করিতেছে কোটি কোটি রিয়াল। এই রিয়াল আমাদের দেশে ব্যপক পরিমানে চলিয়া আসিতেছে তথাকথিত আহলে হাদীস ও তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে। ফলে ওহাবী দেওবন্দীদের শত শত মাদ্রাসা মাকতাব গড়িয়া উঠিতেছে। আর দিনের পর দিন দুর্বল হইয়া যাইতেছে সুন্নীদের মাদ্রাসাগুলি। এই মাদ্রাসাগুলি দুর্বল হইয়া যাইবার অর্থ হইল সুন্নীয়াত খতম হইয়া যাইবার পূর্বাভাস। অতএব, আপনার যাকাত, ফিৎরা, উশুর ও কুরবানীর সমস্ত পয়সা সুন্নী মাদ্রাসাগুলিতে দিয়া দিন। খবরদার! আপনার একটি পয়সাও যেন এদিক সেদিক চলিয়া না যায়। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সবাইকে বুঝিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আ'লামীন।

সমাপ্ত

লেখকের কলমে প্রকাশিত

১। কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কান্‌যুল ঈমান'
২। মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম
৩। সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
৪। সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
৫। দুয়ায় মুস্তফা
৬। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
৭। 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
৮। সেই মহানায়ক কে ?
৯। কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত ?
১০। তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
১১। 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (প্রথম খন্ড)
১২। 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (দ্বিতীয় খন্ড)
১৩। 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
১৪। মাসায়েলে কুরবানী
১৫। হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
১৬। নারীদের প্রতি এক কলম
১৭। সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
১৮। এশিয়া মহাদেশের ইমাম
১৯। 'সুন্নী কলম' পত্রিকা— তিনটি সংখ্যা
২০। তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সালাম
২১। নফল ও নিয়্যাত
২২। দাফনের পূর্বাপর
২৩। 'আল্ মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
২৪। বালাকোটে কাল্পনিক কবর
২৫। ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ
২৬। ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
২৭। দাফনের পরে

Pdf By Syed Mostafa Sakib